অশোক-গুচ্ছ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত

কলিকাতা,

শ্রীপ্রকাশচন্দ্রদত্ত প্রকাশিত।

১৩০৭।

প্রকাশকের নিবেদন।

নূতন ও পুরাতন কতকগুলি কবিতা একত্র করিয়া অশোক-গুচ্ছ প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ গুলিই "ভারতী" "সাহিত্য" প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। কেবল "অপূর্ব্ব কবিতাবলী" শীর্ষক কবিতার মধ্যে 'লজ্জাবতী লতা' ও 'হতাশের আক্ষেপ' নূতন সন্নিবিষ্ট হইল।

'রাণীর বিয়ে' কবিতাটী গ্রন্থকারের লিখিত নহে। রাণীর বিবাহ উপলক্ষে প্রকাশক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। 'রাণী' 'রাণীর চুমো' প্রভৃতি কবিতাপর্য্যায়ের মধ্যে অনুক্রমের যে একটী ভাব আছে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকারের ইচ্ছায় এবং আদেশে উক্ত কবিতাটী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থকার বা কবির পরিচয় দিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ প্রকাশকের মন্তব্যের অবতারণা। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কবি বহুদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যসেবী প্রত্যেক নরনারীর নিকট সুপরিচিত। যাঁহার অব্যর্থ তুলিকার স্পর্শে, আটপৌরে শাড়ী, কলা-পাতা, পানের বাটা, কৌটার সিন্দূর, চাবির গোছা, আলতার গুটী এবং চোটা গুড় প্রভৃতি অতি অকিঞ্চিৎকর উপাদান-সাহায্যে বঙ্গ-বধূ বিচিত্র বর্ণে, বঙ্গ-বিধবা অপূর্ব্ব মহিমায় এবং বঙ্গ-শিশু আদিম নগ্ন সৌন্দর্য্যে অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিব কি?

জগতে অধঃপতিত ধর্ম্মের উদ্ধার ও সংরক্ষণের নিমিত্ত ভগবান যেমন যুগে যুগে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেইরূপ কাব্য-জগতে অধঃপতিত ভাব ও অত্যাচার উৎপীড়িত ভাষার উদ্ধার-সংকল্পে প্রতিভার জন্ম হয়। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে যত্নে ও শুশ্রূষায় রুগ্না শীর্ণা ভাববধূ আবার নববলয়িতা বসন্ত ব্রত-তীর মত মুকুলিত হইয়া উঠে। তখন আবার তাহার অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফাটিয়া পড়ে; প্রতিভা-প্রদত্ত ভাষার দুকূল পরিয়া সে আবার মুগ্ধকরী হয়। যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গভাষাকে এইরূপ অকালমৃত্যুর হাত হইতে সময়ে সময়ে রক্ষা করিয়াছেন আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান কবি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মহাজনেরা যখন সত্য প্রচার করিতে থাকেন তখন অনেকেই তাহা শুনিতে আসে—কাহারও ভাল লাগে, কাহারও লাগে না; কেহ বা সে সত্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে, কেহ করে না; যাহারা করে তাহারা তাঁহাদের উপাসক হয় এবং সেই সত্য প্রচারের সহায়তা করে। ভগবানের নাম 'ভক্তাধীন'; সেটি ভক্তের ভক্তির পরিচয় প্রদান অপেক্ষা তাঁহারই অনন্ত কৃপার ঘোষণা করে। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশকের আসন প্রদান করিয়া কবি আমায় অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি প্রকাশক নহি, তাঁহার অভিনব সৌন্দর্য্যতত্ত্বের প্রচারক মাত্র।

৭নং রামমোহন সাহার গলি,
সিমুলিয়া; কলিকাতা।
১লা আশ্বিন ১৩০৭।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দত্ত

পূজনীয়া,

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী,

স্বস্থ-কল্যাস্থ।

যুগে যুগে জন্মে জন্মে,
নবোৎসাহে দেবেন্দ্র-বন্দিতা,
ধর দেবি, অর্ঘ্য পুষ্প,
ভক্তের এ সাধের কবিতা!

স্নেহপাত্র,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথসেন।

48

সূচী।

"Say not now thy task is ended;
Sing the lovely pure and true;
Sing until thy verse is blended
With the Song for ever new."

ব'লনা এখনি কার্য্য হ'ল সমাধান;
গেয়ে যাও, গেয়ে যাও, গেয়ে যাও গান,—
সত্য শিব সুন্দরের পবিত্র সঙ্গীত
গাও,—যতক্ষণ নাহি হয় সম্মিলিত
চির-নব সেই মহা সঙ্গীতের সাথে
—এক হ'য়ে মিশে যায় অভেদ আত্মাতে!

অশোক-গুচ্ছ।

আমার বন্ধুরা বলে, "কত কাল, আরো
কত কাল, দেবেন্দ্রের চিত্ত নন্দনের
সুন্দরী কবিতা-বধূ—নয়নে তাহার
কি ভঙ্গিমা! অঙ্গে অঙ্গে মরি কি মহিমা!
কি গরিমা! অকপট সরল হাসিতে
কি রঙ্গিমা!—লীলাময়ী গতিতে তাহার
ছন্দোবন্ধে কি মধুর শিঞ্জিনী-ঝঙ্কার!—
ছদ্মবেশে কতকাল মাসিকপত্রের
অলিতে গলিতে, দীনা, বিপদ-বিপন্না,
অনাদৃতা, অসম্ভ্রমে, ভিখারিণী-বেশে
চীর-গ্রন্থি-পরিধানা, পাণ্ডুর-বরণা
ভ্রমিবে? হে কবি, অসহ্য এ দুরবস্থা—
অপদস্থা, অর্দ্ধনগ্না দ্রৌপদী যেমতি
কৌরব-সভায়!—অযোধ্যার রাজপথে
সদ্য-নির্ব্বাসিতা যথা রাজবধূ সীতা!
কোথায় বিদর্ভপতি? কোথা সে ঐশ্বর্য্য?
অনিবার্য্য অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা!
পুরাঙ্গনা-সখীবৃন্দ মাঝে কোথা সেই
দিব্যাঙ্গনা? কোথা সেই স্বয়ম্বর-বধূ?
অর্দ্ধনগ্না এবে রাজরাণী,—ললনারে
অর্দ্ধ চীরগ্রন্থি পরাইয়া, মহারণ্যে
ছাড়ি চলি গেলা নলরাজা!—দময়ন্তী
শনির কুচক্রে কাঁদে বিধির বিপাকে!

সুন্দ-উপসুন্দ-ভয়ে, পারিজাত মূল —
মন্দাকিনী-কূল ত্যজি, আশঙ্কা-আকুল
ছদ্মবেশে ভ্রমে যেন নৈমিষ-অরণ্যে
চিরানন্দময়ী আহা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
হে কবি! খণ্ডন কর দুঃখ দৈন্য এর—
গলে দোলাইয়া দাও পারিজাতমালা
বাজায়ে মঙ্গল-শঙ্খ; ভালে দাও এর
ললাটিকা; করহ মণ্ডিত সু-কপাল
সিন্দূরে; ফুটাও হাসি অধরে ইহার।
ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌম-বস্ত্রে সাজাও ইহার
শ্রী-অঙ্গ; মুকুন্দের পাদপদ্ম স্মরি
ঘুচাও মর্ম্মের ব্যথা; – হরিসম্মিলনে
বৃন্দাবনে হাসে যথা ব্রজের সুন্দরী!
আপনি সুরেশ শেষ প্রুফ্-বস্ত্রে দিয়া
ইন্দ্রধনুবর্ণ কিম্বা সেফালী-কুঙ্কুম,
করিবে এ ইন্দ্রাণীরে অনিন্দ্যসুন্দরী!"

আমি কহিলাম হাসি, "একি এ বিদ্রূপ
বন্ধুবর্গ? দু'দিনের রঙ্গপরিহাস
করি, দূর মিশরের 'মমি' সম সুখে
ছিল যাহা বাক্‌শূন্য—একি রঙ্গ তব—
তোমাদের স্বর্ণকাটি-স্পর্শে, অকস্মাৎ
জাগি কি উঠিবে আজি জীবন্ত হরষে?

আদর সোহাগে তব এ মৃত 'ফিনিক্স',
তোমাদের মন্ত্রসিদ্ধা-বিদ্যুৎ-পরশে,
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রসারি,
হইবে কি বিশ্বরমা, জীবন্ত বিহগী ?
রক্ষা কর বন্ধুবর্গ তোমাদের এই
সুললিত যত্ন হ'তে ! এব্রাহ্যাম কাউলী
কোন্ মন্ত্রবলে হবে কবিগুরু শেলি ?"

করিলাম নিবারণ, শোনে না শোনে না
নিবারণ ; করিবেই গ্রন্থ সুপ্রকাশ
সু-প্রকাশ। (একি লীলা হে দয়াল হরি !
কত যত্নে, হে গোবিন্দ, হে গোকুলচন্দ্র
আমার এ মৃত লেখাগুলি ; জিয়াইছ
সেগুলিরে, স্বর্ণবর্ণে প্রেমের অক্ষরে !
হে ব্রজের পূর্ণচন্দ্র, প্রিয় বেনোয়ারী,
আমার এ রবি-তপ্ত কল্পনা-কুমুদী
ফুটিবে কি পুনর্ব্বার ? রাধাপদ্ম যথা
হেরি তোমা পাশরিত হৃদয়ের ব্যথা !)
শুধু তাই নয়—এরা চিক্কণ কাগজে
রেশমী মলাটে সাজাইয়া বরতনু ;—
বোর্ণ শেপার্ডের মরি তুলিকার গুণে
করিয়া সংস্কার মোর শ্রীহীন মুরতি
(বিবাহ-কৌতুকে যথা তেজবরে বরে
করে সুসজ্জিত যত স্নিগ্ধ জন তার !)
ফোটো সহ কাব্য-গ্রন্থ, করিবে প্রচার।

কি নামে নামকরণ হইবে গ্রন্থের ?—
সুন্দর নামের লাগি হ'ল হুড়াহুড়ি।
কেহ বলে 'কল্লোলিনী' ; কেহ 'নির্ঝরিণী' ;
কেহ বলে "হ'ক্ নাম 'কবির মালঞ্চ'।"
কেহ বলে সকৌতুকে,—"রবীন্দ্র বাবুর
হয়েছে 'কণিকা' আর হয়েছে 'ক্ষণিকা'
হউক্ 'গুঁড়িকা' নাম এ নব কাব্যের।"
কেহ বলে "পুষ্প নামে চির-পরিচিত,
কিম্বা পুষ্পাধার নামে হ'ক্ অভিহিত,
হ'ক 'ফুলদানী' নাম অথবা 'সেফালি'।"

নামঞ্জুর ! নামঞ্জুর ! হ'ল না পছন্দ।
পাই না পাই না নাম মাথা ঘামাইয়া ;—
তার পর এক জন বিজন নিভৃতে
কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি
প্রেমচক্ষে শ্রীহরিরে বিশ্বময় হেরি
বর্ণের তুলিতে আঁকি যুগল-মুরতি
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ;—মগ্না, ভাবিতেছিলেন
কেমনে রাধার ওই অনিন্দ্য বদনে
ফুটায়ে তুলিব যত্নে, ভকতির বর্ণে
প্রতিভার বর্ণ মিশাইয়া, মহাদেবী
ম্যাডোনার সঙ্কলত্র, পবিত্র মুরতি !
কহিলা, "নামের জন্য কেন রে পাগল
বাছা তোরা ? থাক নাম 'অশোকের গুচ্ছ'।"

অশোক-গুচ্ছ।

অশোকের গুচ্ছ?—কই মা ইহাতে কোথা
নব বসন্তের কচি চিক্কণ পল্লব?
রতির সীমন্ত-শোভী সিন্দূরের মত
অশোক পুষ্পের কই পদ্মরাগ-ছটা?
নবোঢ়ার ব্রীড়া-দীপ্ত-আরক্ত কপোলে
হাসি সম, কোথায় মা, আনন্দের রাশি?
পবিত্র বিষাদ কই? যে মাধুরী হেরি
মুছিয়া চক্ষের জল মলিন অঞ্চলে
হাসিত মধুর হাসি চিরদুঃখী সীতা!
এ যে শুধু মরুরাজ্য, ধুধু করি উড়ে
অবিশ্রান্ত বালুরাশি, জন্মান্ধ ঝটিকা!
হাসিয়া কহিলা মাতা "নারে বাছা, তোর
অশোকের গুচ্ছে, নাহি সুষমার ওর।"

আমি কে?

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে!
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ধুসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি,—
অতি ক্ষুদ্র, বাঙ্গলার কবি।

এক যে কুলীন-কন্যা আছে বাঙ্গলায়,
আশার প্রদীপ ধরি জীবন কাটায়!
দেহ-মালঞ্চের তার,
অর্ঘ্য পুষ্প ঝ'রে যায়!
হে দেবতা! কোথা তুমি?—আঁকি সেই ছবি,—
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার;—
সীমন্ত-সিন্দূরে তার,
চরণ অলক্ত রাগে,
ফলাইয়া নবরাগ, আঁকি আমি ছবি,—
চির-দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

এক যে শেফালি আছে, হেরি যার হাস
যৌবন-নিকুঞ্জে মোর চির মধু-মাস;—
দাঁড়ায় চটুল দাসী,
সেফালির তলে আসি
ওরো চক্ষে দেবহাসি! আঁকি সেই ছবি,—
দীন দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বথ-মূলে,
যত দিন বহিবে জাহ্নবী,
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে, বুক পুরি রঞ্জিব এ ছবি,—
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

তোমরা সকলে গেলে,
আমারে একেলা ফেলে,
স্বদেশের মায়া ভুলে!—অরণ্য অটবী
এখনো এ দেশ নয়,
—এখনো জাহ্নবী বয়,
শরতে চাঁদনি হাসে;—আঁকি সেই ছবি,—
দীন দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

নারী-মঙ্গল।

জানি আমি নারী তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য; সুকোমল কান্ত পদাবলী;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার!
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী!
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা!)
হেরি সখি! মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা;
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা!
কিন্তু যবে হেরি সখি ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিক্কণ রঙ্গিমা;—
ভাবের সে সমাবেশ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা!)
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরে না গো বাণী!
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি?

সুকেশিনি, সুহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে সুন্দরি তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী)
যাও অর্দ্ধযামিনীতে—আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ; বধূ-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে ! নূপুর গুঞ্জরি
নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী !
কি উৎসব ! হাসে দীপ ; হাসে নেত্র-তারা ;
হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলী ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে !
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !

নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী,—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী !
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি।—ত্যজি শাটী,
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি,
কোথা যাও ? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে !

পশিয়া রন্ধনগৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু ! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে !
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা,
তুমি সখি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা !

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে রচে 'মাধবিকা'—
চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ডোর !
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা।
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে, বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী !)
হৃদি-কদম্বের-শাখে দোলাইয়া 'দোলা',
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি !
তাই সখি বঙ্গ-কবি 'চিত্রার' উদ্যানে
বসিয়া ("অকুল শান্তি, বিপুল বিরতি ;
নাহি কাল, দেশ !") চাহি, তব মুখ-পানে,
"অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !"
"অন্তর মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী !

তুমি মোর স্পর্শমণি। তোমার দু' হাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে !

গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে !
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে !
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
আমারো ছিল গো সখি মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !
সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে
শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল !—চাহি তব পানে,
হর্ষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে
লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
ছিলে কি গো কল্পলতা ইন্দ্রের উদ্যানে
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা বাহু ! চাহি তব পানে
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নর্ত্তন শিখিত !
আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি !
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ ফুটিতে কি আলি ?

তার পরে বুঝি কোন দুর্ব্বাসার শাপে,
নারী হ'য়ে জনমিলে অবনী-মাঝার ?
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে !
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ।
কি বলিব ? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব !
কি বলিব ? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে "হের দেখ দরিদ্রের ঠাট !"
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে—রত্নময়ি—করেছ সম্রাট !
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
কে পায় মরতে বল হেন উপহার ?

তাই সখি তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে "একি !
নির্জ্জনে কেমনে থাকে !"—হে কবি-প্রেয়সি
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান !

তুমি একা কথা কও ? দু' চক্ষু চঞ্চল
কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্‌ভ অঞ্চল,
কথা কয় শত মুখে কেশের কুন্তল।—
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল !
কি উৎসব ! রূপ-রাজ্যে এ কি সুমঙ্গল।
এ কি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল !

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা !
"নির্জ্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে"—
এই ভাবি হয় তারা বিস্ময়েতে সারা !
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য নয়ন-রঞ্জন !
বসি তব রূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখি ; সীমাশূন্য সে নীল-বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ,
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে !
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
জীব-রাজ্য তরু-রাজ্য নরনারীময় !

বিস্ময়-বিস্ফার নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ,
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?

তার এত মাতৃভক্তি! বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি! দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত?"— ও রূপ অনলে
(হোমানলে) পুড়ায়েছি "আমিত্বের" দেহ!
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে।
সজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী;
তাহারি প্রয়াগ তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য কুম্ভ মেলা-দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ!—গড়েছে মন্দির
ভিতরে, বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির!

লোকে বলে, "সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার!
দু' সন্ধ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এই,
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,—
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার!"
"সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ,
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে!
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন,
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে।"
অয়ি যাদুকরি! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র—কবিতায় কল্পনায় দীক্ষা,
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা!

অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি পথের ভিখারী,
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি !

লোকে বলে, "এর হায় এমনি সুরীতি,
পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা !) দুইটি বৎসর !
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা-স্থল, বন্ধুতার ভীতি !)
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ অপ্রীতি
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে।
অদ্ভুত আলাপী !—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে !
আমি হই হেসে সারা শুনে এ ভারতী !
সজনি, জানে না এরা—নির্ব্বাক নীরবে
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে !
মুগ্ধ হ'য়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তঃপ্রাণী ;
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা,
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা !

লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ-পালন ! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম ; এ কি রঙ্গ হায় এ বয়সে !

"পশু, পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয়"
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা ;
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হ'য়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা ?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী,
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি !
বাকল-বসনা শোভা—তাপসী সরলা,
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা !

কেহ বলে, "আছে এর শিরোরোগ ব্যাধি ;"
কেহ বলে, "এ কবি টি নিশ্চয় পাগল ;
ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল।"
এই রূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী !
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
তারা বলে, "এ কবি টি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস ; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা !"—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে !
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে ; আমি হ'য়ে ভোর,
পিই তাহা—সুধামুখি ! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে !—অপরাধ ঘোর
এইমাত্র মোর—ওগো নিন্দা, দৈত্যবালা !
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর !

আলু থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা ভিতরে!
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হ'য়ে, তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে!

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্য এ যতন!
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা;
তিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা!
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে।

ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !
কবি-চিত্ত-বেলা-ভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল ? হে নারি, মোহিনী-মূর্ত্তি ধ'রে
'শান্তি শান্তি' উচ্চারিলে,—আইল অমনি
সাগর-সঙ্গমে মরি অর্থ-সুরধুনী !

নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী ;
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য্য বিভব
ছিল গুপ্ত ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী !
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায় ;—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
সে দিন কি ভুলিয়াছি ? ভোলা কি গো যায় ?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি।
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী ;
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট !
বিচিত্র-ফুল্ল-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি ; গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?
ছ'মাসের শিশুটিরে,
বুকে ক'রে ধীরে ধীরে,
আমার কোলেতে দিতে হ'লি আগুয়ান;—
আমি কহিলাম তোরে,
'থাকুক তুহারি কোরে'—
তুই কেন, হ'লি তায় আকুল-নয়ান?
জলে বিজুলীতে ভরা
একখানি মেঘ ত্বরা
ছাইয়া ফেলিল তোর বিশাল নয়ান?
অকারণ তব রোষ,
আমার নাহিক দোষ,
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

ফুল-শিশু আঁখি খুলে,
তরু-শাখে দুলে দুলে,
দেখে যবে মুগ্ধমুখে উষার বয়ান;
ভুবন ফিরাতে নারে আপন নয়ান!
তরুকোল শূন্য করি,
সে তরু-দুলালে হরি'
আমি কি আনিতে পারি থাকিতে এ প্রাণ?
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

ঝকমক পাখা ছুটি,
উষার অলকে উঠি,
খোলে যবে প্রজাপতি রূপের দোকান,
ভুবন করে গো তার কতই বাখান!
সোণার পাখীরে ধরি,
কনক-কণিকা হরি'
কে চায় করিতে তার খেলা অবসান?
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?
শাখা নাচে, ফুল দোলে,
চারি ধারে ফল ঝোলে,
পাপিয়া মগন-প্রাণে ধরে নিজ তান;
অবাক অবনী শোনে হইয়া অজ্ঞান!
সে মধু-নিকুঞ্জ হ'তে,
টানি আনি পিঞ্জরেতে,
কে চায় শুনিতে বল বাউলের গান?
মিছামিছি তব রোষ,
আমার নহে গো দোষ,
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

দাও দাও একটি চুম্বন।

দাও, দাও, একটি চুম্বন।
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন;
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্ব্বস্ব-অর্পণ,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির পরশে,
লাজ-রক্ত-শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্ব্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া,)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডূষে শুষিয়া।

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জ্জয় বাণের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

আর এক,—একটি চুম্বন।
তোমার ও ওষ্ঠ দুটি, বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুল শয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর,
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন!
দাও, সখি! মদির চুম্বন।

দাও, দাও, একটি চুম্বন।
পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি!

ভুল।

এ কি নয়নের ভুল !—হইয়ে আকুল,
এলোচুলে, পরি' এক আটপৌরে শাড়ী,
থাক যবে ; দুই কাণে দুটি ক্ষুদ্র দুল,
দুই হাতে চারি গাছি চুড়ি বেলোয়ারি ;
এ কি গো আঁখির দোষ ! হেন বোধ হয়,
বারাণসী চেলী তব শ্রীঅঙ্গে ঝলকে !
ঝকমকে সিঁতি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, বলয় ;
জ্বলন্ত জোনাকি-পাঁতি ফুটন্ত অশোকে !
এ কি নয়নের ভুল ! বুঝিবারে নারি
ফুটন্ত গোলাপ তুমি, অথবা মুকুল ;
তুমি কি মহিমাময়ী বর্ষীয়সী নারী,
অথবা জনক-গৃহে বালিকা চটুল ;
নিশীথে, উজ্জ্বল রূপে, হয় দিবা ভুল ;
দিবসে, শর্ব্বরী ঘোর, এলাইলে চুল !

দুটি কথা।

কেহ বলে, পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন;
সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায়?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ-বরণ;
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায়?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল কমলিনী;
ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায় কমলে কোথায়?
কেহ বলে, উষা সম উজ্জ্বল-বরণী;
আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উষায়?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি; নাহি জানি বর্ণনার ছটা;
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব বড়াই,
অবাক্—ও মুখ হেরে,—সব ভুলে যাই!
এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার—
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার।

প্রিয়তমার প্রতি ।

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্ল্যাস জল যেন নিদাঘের কালে ;
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে,
"আন থালা ; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়? "
সুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে ।
বন্দী হ'য়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে ; ঘোমটার জলদ-আঁধারে
তোমার-ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে !
ছাদে চল ; মুক্ত বায়ু ; বহিছে তটিনী ;
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী !

খোঁপা-খোলা।

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ;—এই দোষ ওর ?
খোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর !
দেখ সখি, চুলগুলি
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,
দোলায়ে অলকাবলি খেলে বায়ু চোর ;
ভূমিতে লুটায় আসি
কেশের ঐশ্বর্য্যরাশি,
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !
কেন ওরে মিছে ব'ক,
আমার মিনতি রাখ—
সোহাগিনি, শোভার যে নাহি আজ ওর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ?
মধুমাসে ছোটে অলি
হ'য়ে মহা কুতূহলী ;
ঠিক যেন তোর ওই চাহনি ডাগোর !—
সারি সারি ব'সে ধীরে,
অশোক-চম্পক-শিরে ;
কবির আঁখিতে বহে হরষের লোর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর ?
শ্রাবণে দিক্-সুন্দরী,
বিজুরী-লতিকা ধরি,
কুসুম তুলিয়া লয় ভরিয়া আঁচোর ;

আদর সোহাগ করি,
ঘননীল নীলাম্বরী
বরিষা পরায় তারে, দিয়া তারে কোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর?
জলভারে ক্লান্ত হ'য়ে,
কাদম্বিনী পড়ে নুয়ে;
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর!
আমার মিনতি রাখ,
আজি এলোচুলে থাক;—
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর!
খোঁপাটি দিয়াছে খুলে, এই দোষ ওর?

নিরলঙ্কারা।

বিনোদিনি, চাবি তব গিয়েছে হারায়ে?
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে,
কষিত কাঞ্চন জিনি
তোর ও তনুয়া খানি!
তাহে কেন অলঙ্কার দিবি রে চাপায়ে?
দিব না, দিব না, চাবি, দিব না ফিরায়ে!
আহা ও মুরীর পুচ্ছে,
আহা ও ফুলের গুচ্ছে,
কাজ নাই, কাজ নাই, অলক্ত মাথায়ে!

নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা,
তবু চিত্ত-গীতি-কাব্যে ফেলেছি হারায়ে !
আজি শূন্য দেহে থাক,
আমার মিনতি রাখ ;
চির-তৃষিতের তৃষা দাও গো মিটায়ে !
অবিবাদে, মনোসাধে,
নগ্ন সৌন্দর্য্যের হ্রদে,
দাঁড়াব সজনি আজি, আকণ্ঠ ডুবায়ে !

প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, কুহক ছড়ায়ে,
নিজ হস্তে পারিজাত মন্দারে ফুটায়ে ;
করি কত সন্তর্পণ,
করি কত প্রাণপণ,
প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, পুরুষে চেতায়ে !
আপনা বিলায়ে আর আপনা বিকায়ে !
এটা সেটা আনি হায়,
মোহন ফুল-শয্যায়,
কেন চাস্, পাগলিনি, রাখিতে ছড়ায়ে ?
অবোধ, এ গৃহস্থালি কে দিল শিখায়ে ?
আজি এ মিনতি রাখ,
কিছু ওতে রেখ না'ক !
রাতি হ'ল ; আঁখি মোর আসিছে জড়ায়ে-
ও তোর ফুলশয্যায় পড়িব ঘুমায়ে !

আমি।

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতীর মালা—
চম্পক-অঙ্গুলি গুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে বিনায়ে !
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক-গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা !
মালা গাঁথা হ'লে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সরসে নলিনী সম হ'য়েছে চঞ্চলা ?
আমিও কুসুম, সখি ; সারাটি যামিনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি রূপ ও সৌরভ !
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব গৌরব,
হ্লাদে দেখ, কি উতলা হ'য়েছি সজনি !
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা ;
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা !

মা।

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনি বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি, ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা ক'স্ হেসে হেসে,
জহুরির দোকানের পট খুলে যায় !
কহিনুরে কহিনুরে, আলো যে উথলি পড়ে !
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায় ;
যেখানে দাঁড়াস্ তুই, জাঁতি, বেল, মল্লী, যূঁই
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ;
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায় !
শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় !
হেরি ও মোহন ভেল্
ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্,
মলিন তারার ভাতি চাঁদনি-নিশায় ;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

মনে নাই ? সেই নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
সোহাগে বাহুর ডোরে বাঁধিলি আমায় ।
সুখ-খিন্ন হ'ল প্রাণ ;
ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান
আমি যেন ডুবে আছি জাগন্ত-নিদ্রায়,
বাসন্তী যামিনী-কোলে ফুল্ল-জোছনায় !

জ্ঞানরন্ধ্র হ'ল রোধ,
পরক্ষণে হ'ল বোধ,
চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শয্যায়
আছি আমি; হাসি মোর অধরেতে ভায়!
পাতিয়ে যাদুর কল,
এইরূপে প্রতি পল
কাটাইলি; তুই যবে আইলি হেথায়,
সেই দিনি যামিনীর হ'য়েছে বিদায়!
নিশায় কোকিল গায়,
কমল মুচকি চায়,
যামিনীতে কোলাকুলি উষায়-উষায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য;—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়!
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

শোকমুখে নিজ ঘরে,
শোক গেছে চির তরে;
পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায়;

প্রতি কক্ষে আশা-পরী,
হীরার অঙ্গুরী পরি,
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

আমার মলিন নেত্রে,
আমার শীতল গাত্রে,
কি অনল জ্বেলে দিলি!—নিশায়-দিবায়,
সে পূত অগ্নির সেকে,
পাপ-চিন্তা, একে একে,
শুকান' পল্লব সম দগ্ধ হ'য়ে যায়;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

ও যাদু পরশে তোর
জড়িত রসনা মোর
বীণার ঝঙ্কার ধ্বনি দিগন্তে বিলায়।
হের দেখ সারি সারি,
জগতের নর নারী
অবাক্, হসিত নেত্রে, মোর পানে চায়।
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

রাধারাণী।

নয় বছরের মেয়ে, হয়েছে বিধবা আহা !
ম্লানমুখে ব'সে সে গো আছে ;
আজি তার একাদশী ! তাই গো জননী তার
জল খেতে বারণ করেছে।

মধ্যাহ্নে বালিকা কহে, জননীরে সম্বোধিয়ে,
"দেরে মাগো জল একটুক্ ;"
"নারে বাছা জল খেলে হবে তোর মহাপাপ"
—অমনি বালিকা হয় চুপ !

সায়াহ্নেও কাকগুলা, কুণ্ড হ'তে জল তুলি,
শুষ্ক তালু সঘনে ভিজায় ;
চুপ করি বালিকাটি, তাকায়ে কুণ্ডের দিকে
এক দৃষ্টে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায় !

মধ্যরাত্রে দাসী আসি, চুপে চায় জল দিতে ;
রাধার নয়ন ছল-ছল !
রাধা কহে ক্ষীণ কণ্ঠে, "আজ খেলে পাপ হবে।—
থাক্ দিদি, কাল খাব জল।"

শেষরাত্রে বালা কহে, "মাগো প্রাণ বাহিরায় ;
ছাতি ফাটে, হ'ল নাকি ভোর ?"
কে শুনিবে ?—মা তাহার, তাহারো যে একাদশী !
প'ড়ে আছে হইয়ে অঘোর !

আঁধার পলায়ে যায়,   জ্যোৎস্না গুটায় কায়,
যামিনী যে পোহায়-পোহায় ;
সিউলি ফুলের বাস,   কামিনী ফুলের হাস,
ঝুরু-ঝুরু বাতাসে মিলায় !

উষার মেদুর বায় হ'য়ে গেল ভরপুর,
কামিনী ও সিউলীর বাসে,
সেই সঙ্গে সুমৃদুল ক্ষুদ্র রাধারাণী-ফুল
মিশে গেল উষার বাতাসে !

তারপর।

স্বামী গেল মরি !
—তার পর?
তার পর, কেঁদে কেঁদে, ডাগর ডাগর আঁখি
লালে-লাল করিল সুন্দরী !
—তার পর ?
তার পর, বুক বেঁধে, চাহিল বাঁধিতে ঘর ;—
চাহিল ভুলিয়া যেতে বিরহ দুঃসহ !
—তার পর ?
তার পর, অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা
দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্ব্বাহ !
—তার পর ?
তার পর, একা, হেথা স্বামী বিনে ঘর করা
লাগিল না ভাল !

—তার পর ?

তার পর, একদিন, "হা নাথ যো নাথ" করি
অনাথিনী জীবন ত্যজিল !

—তার পর ?

তার পর, ধীরে ধীরে, স্বর্গ হ'তে পুষ্প-রথ
মর্ত্ত্যে এল নামি।
তার পর, ভাগ্যবতী, বৈকুণ্ঠ আবাসে গিয়া,
পাইল প্রাণের প্রাণ জীবনের স্বামী !

বিজয়া।

সপ্তমীতে সাজাইনু, আপাদ মস্তক তোর,
গৃহে মোর ধূম হইল ভারি।
মোর বেয়াইর করে, ঘর বাড়ি দিয়ে বলি
অষ্টমীতে হইনু ভিখারী।
নবমীতে সর্ব্বস্বান্ত, তবুও সুখের অন্ত
নাহি মোর, ও মুখ নেহারি ;
সাক্ষাৎ মা ভগবতী ! তোর ওই দৃষ্টি-সুধা
পান করি যন্ত্রণা বিসারি।
উৎসব ফুরায়ে গেছে, বিজয়া যে আসিয়াছে,
ঘাটে ওই নৌকা সারি সারি।
মাগো তুই চ'লে যাবি ? ধনে-প্রাণে মজে মাগো
আজ আমি যথার্থ ভিখারী !

বিধবার আরসী।

বিধবার আর্সি খানি, প'ড়ে আছে এক পাশে ;-
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে চুপে কহে কথা
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে ;—
"সধবা আছিল যবে, এ মুখ নেহারি মোর
কতই সে পাইত গো সুখ ;
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুকটুকে মুখ।

গিয়াছে সোহাগ জানা,—বোঝা গেছে ভালবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয় ;
ছ' মাস চলিয়ে গেল, একবারো নাহি এল ;
দেহ মোর কালি-ঝুলময়।
ভুল—ভুল !—'সখী' নয়, সে মোর 'সতীন' হয়,—
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হ'য়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
—একদিনে দু' সতীনে হারায়েছি স্বামী !

এই নাও।

সকলি ত হইল স্বপন!
তোমার সহিত নাথ, ইহ-জনমের সাধ
চিতায় করিল আরোহণ!

এই নাও—
অভাগীর রূপ নাও, সিন্দুরের কৌটা নাও,
নাও নাও বসন-ভূষণ।

এই নাও—
অন্ধকার একরাশ, নিবিড় এ কেশ-পাশ
করিত যা চরণ চুম্বন।

এই নাও—
কটাক্ষে চাহনি নাও, অধরের মৃদু-হাসি,
নাও নাও ললিত গমন।

এই নাও—
তোমার সহিত নাথ, গান গেয়ে সারা রাত
বাসন্তী পূর্ণিমা জাগরণ!

এই নাও—
সোহাগে কথার ছল, মানের নেশার ঝোঁকে
তব বক্ষে মস্তক স্থাপন!

এই নাও—
দু'বেলার অন্ন নাও, শুষ্ক পিপাসার বারি,
এয়োতের ব্রত উদ্‌যাপন!

সকাল সহজে নিলে ; প্রাণনাথ, প্রাণধন,
বল, বল, ধরি দু'চরণ,
কেবলি কি সার-হীন, অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ,
হায় ! এই দাসীর জীবন ?
স্বপনেও কভু হেলা কর নি দাসীর কথা ;—
প্রাণনাথ তবে কি কারণ
—চরণে ঠেলিয়া দাও দাসীর জীবন ?

দাও দাও।

দাও, দাও চরণের ধূলা—
ওই চরণের রজঃ মাখি মাখি সর্ব্ব-দেহে
ঢাকিব এ শ্যামল-যৌবন !

দাও, দাও, হিয়ার ভকতি—
ওই ভক্তি হৃদে রাখি, করিব গো অহোরাত্রি,
শাশুড়ির চরণ-বন্দন !

দাও তব অনুপম স্নেহ—
ওই স্নেহ চিত্তে মাখি, দেবর ননদ বর্গে
বুক পুরে করিব যতন !

দাও, দাও, আত্মত্যাগ তব—
করিয়া পরার্থ-যাগ, ভুলিব সোহাগ-রাগ,
সুখ-তৃষ্ণা অসার ক্রন্দন !

দাও, দাও, সহিষ্ণুতা তব—
ওই বারি পান করি, বৈশাখের তীব্র তৃষা
অনায়াসে করিব বারণ !

দাও, দাও, স্মৃতিটি তোমার—
ওই স্মৃতি বুকে ল'য়ে, সারাদিন সারাক্ষণ,
করিব ও মূরতি স্মরণ !
হে নাথ কিছু না চাই, এই ভিক্ষা তব ঠাঁই,
দাও, দাও, অল্প-ভোগী তোমার জীবন !

কৌটার সিন্দূর।

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর !
সেই আঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্,
অধরে লাগিয়ে থাক্ চুম্বন-মধুর ;
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর ?
রঙে-রঙে ঘেঁসাঘেঁসি, রাগে-রাগে মেশামিশি,
থাক্, থাক্, নিও না ও কৌটার সিন্দূর !
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে !
মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর !
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর ?

রেখে দে যতন ক'রে ;—দেখিস্ তখন
দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম শয়ন।
অবাক্ হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,
সিন্দূরের কৌটা খোলে আপনা আপনি !
তাম্বুলের বাটা খোলে আপনা আপনি !
অধরে তাম্বুল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ,
চ'লে যাবে উচ্চ-কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী,
তুহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী !
তোরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে নিস্ ঢেলে ;
ললাটে সিন্দুর ফোঁটা দিস্ ভরপুর ;
আহা এবে থাক্ প'ড়ে কৌটার সিন্দুর।

রাণী।

দুই বছরের মেয়ে, উমাশশী নাম তার,
'রাণী' তার আদরের নাম ;
এমনি আস্পদ্দা তার ঠাকুমার করে সে গো
পদে পদে শত অপমান !
"উঠানে খেলিতেছিল, রাণী ছিল এইখানে,
দেখ্ দেখ্ রাণী গেল কোথা"
প'ড়ে গেল হুলস্থুল ! কোথা গেল ? কোথা গেল ?
খোঁজ্ খোঁজ্ রাণী গেল কোথা !

ঠাকুমার সর্ব্ব-অঙ্গ, কেঁপে উঠে থর থর !
কাকারা খুঁজিয়া হ'ল সারা !
কূয়ায় ডুবিল নাকি ? ধরিয়া কি ল'য়ে গেল
লঙ্কোর ক্রূর ছেলে ধরা ?
কতক্ষণে ক্রোড়ে ক'রে, ফণী মামা নিয়ে এল
গৃহস্থের হারাণ-রতন !
কু-স্বপন ভেঙ্গে গেল ; আবার নিশ্বাস ছাড়ি,
সবে মোরা মুছিনু নয়ন !
করিয়া বিদ্রূপ সবে, তোমরা হেস না হাসি,
গরীবের নীরস কথায় ;
ম'রে যায়, ডুবে যায়, প্রাণে সব সহ্য হয় !
ছেলে হারা সহা নাহি যায় !—
রাণীর ঠাকুমা তবে, দাসীরে ডাকিয়ে ক'ন,
—"এই বুঝি রাণীরে খেলান্ ?
আজ যদি মেয়ে মোর, হারাইয়ে যেত, বাঁদি,
গলায় পড়িত তোর ফাঁশ !
এই নে মাহিনা তোর"— এত বলি গৃহকর্ত্রী
দাসীরে দিলেন তাড়াইয়া !
সদিয়ার-মাতা হায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ;
রাণী উচ্চে উঠিল কাঁদিয়া !
আকুল করুণ ডাকে, "দাই দাই" ব'লে হাঁকে ;-
ঠাকুমাতা হইলা অস্থির ;
কি জানি কি ভেবে চিত্তে, দাসীরে ডাকিয়া নিলা,
রাণী ওঠে ক্রোড়েতে দাসীর !

দুই বছরের মেয়ে, উমা শশী নাম তার,
'রাণী' তার আদরের নাম ;
এমনি আস্পদ্দা তার ! ঠাকুমার করে সে গো,
পদে পদে শত অপমান !

রাণীর চুমো।

"দাও রাণি, চুমো দাও"—দুবাহু জড়ায়ে
মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন !
উষার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
পড়িল রে প্রজাপতি বিচিত্র-বরণ !
শুক্র তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন !
কনক চম্পক যেন পড়িল গড়ায়ে,
ভুমি চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন !
মরি মরি কি মিলন !—কত ভাগ্য ফলে,
দুঃখী মোরা পাইয়াছি তোরে—ওরে রাণি !
ধন গেছে, সুখ গেছে, আশা গেছে চ'লে,
তবু ফল-ফুলে-ভরা দাবদগ্ধ প্রাণী !
আয় রাণি, বুকে আয়—থাকুক্ কবিতা—
চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা।

রাণীর আব্দার।

রাণীর ঠাকুমা, এই পথ দিয়া,
যেতেছিলা অন্য স্থানে ;—
পথ আগুলিয়া, উমাশশী তাঁর,
বস্ত্রের অঞ্চল টানে !
ফাঁপর ঠাকুমা, সুধান রাণীরে,
—"আমারে ধরিলি কেন ?
বাবার তুহার, কি করেছি চুরি ;
—ধরিলি কোটাল যেন ?"
রাণীর আমার, আঁখি-তারা মাঝে,
কৌতুক উথলি উঠে !
আল্‌মারি পাশে, টানি ঠাকুমারে,
ল'য়ে যায় বেগে ছুটে !
কহে রাণী গিয়া, "দাওগো ঠাকুমা—
খরগোশ্‌ দাও মোর।"
রাণীর নয়নে, এমনি আগ্রহ,
বহে-বহে আঁখি লোর !
শুনে সে আকুল শিশুর মিনতি,
ঠাকুমা অবাক্‌ প্রায়—
"হায়রে পাগ্‌লি, গেছে সে যে ম'রে,
কোথায় পাইব তায় ?"

বিষন্ন ঠাকুমা, বলে "নাই—নাই"—
রাণীর বাড়িল রোষ ;
বার বার চাহি, ঠাকুমার পানে,
বলে "আছে খরগোশ্‌!"
কাঁচের উপরে, আঁখি দুটি রাখি,
রাণী চাহে কতবার!
হায় রে জগতে, মরণের কথা,
শিশুরে বোঝান ভার!
সে দিন যে তার, আঁখির সম্মুখে,
মৃত দেহ গেছে চ'লে,
আশাময়ী রাণী, আশার কুহকে,
সে কথাটি গেছে ভুলে!*

রাণীর জোড়হাত।

আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসি-রাশি,
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাকি— "ঘোর কলি উপস্থিত ;—
মেয়ের আক্কেল দেখ্‌ তোর!

* স্থানাভাবে ও অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধে গরীব খরগোশ্‌টি আলমারির মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছিল। সেই মেহগনি কাষ্ঠ ও স্ফটিকের অট্টালিকার মধ্যে সে সমাধিপ্রাপ্ত হয়। *Requiescat in pace!*

'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' ব'লে, পয়সা নেয় কত ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা,
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে এই,
খায় দেখ একেলা একেলা—
এই দেখ্ মজা দেখ্" এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রাণীরে,
"আমারে সন্দেশ দাও"— রাণী কিন্তু আধ-খানা
আপনার গালে দিল পুরে !
বাকি আধ-খানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রাণী দিল খাওয়াইয়ে !
রাণীর ঠাকুমা ক'ন — "ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে !"
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি কচি হাত ধরি,
কহিলেন রাণীরে শাসায়ে,
"আমি বুঝি পর তোর ?— দুধে দাঁতগুলি সব
নোড়া দিয়ে দিব রে ভাঙ্গিয়ে।"
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রাণী
টানি ল'য়ে কচি হাত দুটি,
জোড় হাত করি আহা ! দাঁড়ায়ে ঠাকুমা কাছে
কহে রাণী 'জুঠ—পাঁওরুটি !'
শিশুর সে জোড়হাত, কৌশল কথার ছল,
নিরখিয়া কাকারা হাসিল ;
সতত-দয়ার্দ্র-চিত্ত, সরোজিনী-পিসি তার,
কি ভাবিয়া, নীরবে কাঁদিল !

এক পাশে ছিল বসি, রাণীর জননী তথা,
—বধূ মোর—হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুই বিন্দু বারি!
রাণীর ঠাকুমা তবে, 'সাট্ সাট্' বলি আহা,
রাণীরে তুলিয়া নিলা কোলে!
কতই সোহাগ ভরে, কতই আদর ক'রে,
চুমিলেন বদন-কমলে!
সুধাইলা "বল্ রাণি, কোন সে আবাগি মাগি
জোড় হাত দিল শিখাইয়া?
বাঁজা হ'য়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি?
দয়া মায়া গিয়াছে ভুলিয়া!"
হে পাঠক হে পাঠিকা, হেস না ব্যঙ্গের হাসি,
দরিদ্রের ঘরের কথায়।
শিশু যদি ঢেলা মারে, লাগে না গো সে প্রহারে;—
জোড় হাতে বুক ফেটে যায়!

রাণীর বিয়ে।

সিঁথিতে সিন্দুর রেখা, চরণে অলক্ত লেখা,
কণ্ঠে পুষ্প-মালা শোভে, বিম্বাধরে হাসি;
নিশি শেষে দিবা-আগে উষার অরুণ-রাগে,
যে সুষমা ওঠে জেগে যে সৌন্দর্য্য রাশি;—

সে মাধুরী দিয়ে তোরে বিশ্ব-বিমোহিনী ক'রে
কে সাজালে বল ওরে—হৃদয়ের ধন!
কার গৃহ উজলিতে যেতেছ প্রফুল্লচিতে
আঁধারিয়া জনক-ভবন!
বৈদেহীর সমা হ'য়ে কৌশল্যা-শ্বশ্রূরে ল'য়ে,
স্বার্থ-ত্যাগে কাটাও জীবন;—
মা তোর হাসির-ছটা আমার নয়ন-জলে
অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু করুক সৃজন!
আজি এ উৎসব মাঝে, আনন্দে, বিষাদে, লাজে,
চেয়ে দেখ পুণ্যবতি—অনন্ত ভুবন!
দেবতারে সাক্ষ্য মানি জোড় করি দুটি পানি
বল—"পুণ্যব্রত আজ করিনু গ্রহণ।"

নাগা-সন্ন্যাসী।

ফ্রকে অঙ্গ মুড়ি দিয়া, আস্ত-সঙ্ বানাইয়া,
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?
নগ্নদেহে কুতূহলে, পরমহংসের দলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি;—
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী!
কি কব দুঃখের কথা! খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি-বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী?

বসন্তে ধরার প্রেম হ'য়ে উল্লাসী,
ফুটে ওঠে, ফুল হ'য়ে, সুখে উচ্ছ্বাসি !
সেই সে গোলাপ ফুলে, উষারাণী পরে চুলে ;
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি !
—তেমতি তুইও মোর নাগা-সন্ন্যাসী।
সোহাগে হ'য়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল,
শিশিরেতে ঢল-ঢল কহে সম্ভাষি,—
"পাখী পুষ্প লতারাজী, যে যেখানে আছ আজি,
আমার হাসির ভাগী হওসে আসি।"—
এত বলি ঢুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে,
পলে পলে রাগ-ভরা দল বিকাশি।
অলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে,
অমনি পড়ে গো মোর নয়নে ফাঁশি !
তুইও গোলাপ ফুল নাগা-সন্ন্যাসী।
উষার অরুণ-ভালে, সন্ধ্যার নীরদ-জালে,
ইন্দ্রধনু মেঘ-মালে, কত তপাসি,
আঁখি মোর দিশেহারা, খুঁজে খুঁজে হ'ল সারা ;—
গোলাপের জোড়া পেতে বৃথা প্রয়াসী।
গৃহে ফিরি এল শেষে আঁখি প্রবাসী !
হেরিয়াছি আঁখি চিরে, উঘারি উঘারি ধীরে,
ময়ূরের বর্হ রাশি—এত তপাসি,
তবু আঁখি র'য়ে গেল ঘোর পিপাসী !
কোন ঠাঁই, কারো ঠাঁই, সে গোলাপি-রাগ নাই ;
রূপ-পূজা-পুরোহিত আমি উদাসী,
হার মেনে গেছি আমি ক'রে নীকাশি।

অশোক-গুচ্ছ।

কি কব হাসির কথা?   সৃষ্টি-ছাড়া বাতুলতা!
হেন ফুলে গৃহে আনি রুচি-বিলাসী,
সে গোলাপী-কলেবরে   রঞ্জিল রে থরে থরে!
অপরূপ চিত্রকর, যশ-প্রত্যাশী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

সীমা কোথা মাধুরীর?   মুক্ত-কেশী যামিনীর
উথলিয়া পড়ে, দেখ, জ্যোৎস্না-হাসি!
এ হেন উজ্জ্বল রাতি!   জ্বালি তবু মোম-বাতি
আনিয়ে রাখিল ছাদে ভোগ-বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

রামপ্রসাদের গান—   ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান্!—
—তার শেষে আরো ছুটি কলি বিন্যাসি,
দিল কে-রে রস?—আচ্ছা রুচি প্রকাশি!
কমলা লেবুর রসে,   হা অদৃষ্ট! অবশেষে
চোটা-গুড় দিল খোট্টা ডিল্লি-নিবাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

গীতগোবিন্দের সঙ্গে—   দিল রে গাঁথিয়ে রঙ্গে
উড়িয়া-ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী?

শিখি-পুচ্ছ ছিঁড়ি হায়, সে-গ্লানি সারিতে চায়
মোরগ ফুলের গুচ্ছে—মরি সাবাসি!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

তুই রে ন্যাংটা ছেলে, ধূলি মেখে, হেসে খেলে,
বেড়াস ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি;
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি—উপাসী!
কি কব দুঃখের কথা;— খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা-সন্ন্যাসী?

স্বর্ণলতা।

[সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি ও তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় সেই সপ্তবর্ষীয়া ক্ষুদ্র স্বর্ণলতা—প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্ণলতা—প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার হাতে একটি দু-আনি ছিল; তাহার মাতাল পিতা আসিয়া মদ খাইবার জন্য দু-আনিটি চাহিল। কন্যা দিল না; মাতাল পিতা সক্রোধে, সজোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিল। কন্যা রক্ত বমন করিয়া মরিয়া গেল, কিন্তু 'বাবা মারিয়াছে' এ কথা প্রকাশ করে নাই। হে বঙ্গের মাতাল! ইংরাজের খোলা-ভাঁটি ও তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় থাকুক, আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর উপর যদি দেবতার অভিশাপ না থাকে, তাহা হইলে আজ তোমার ঐ বীরাঙ্গনা কন্যা স্বর্ণলতার নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, প্রতি নরনারীর মুখে উচ্চারিত হইবে। আর তুমি—তোমাকে সৎপরামর্শ

দিতেছি, পুত জাহ্নবীর জলে গিয়া অবগাহন কর। শুনিয়াছি, ভাগিরথীর অপার মাহাত্ম্য; তাঁহার পবিত্র স্পর্শে শিশু হন্তারও গতি-মুক্তি হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমার ঐ রক্তের দাগ সমস্ত বঙ্গ-সাগরের জল দিয়া ধৌত করিলেও যাইবার নহে।]

ছোট ভাই বলে তার,— 'দিদি গো কাঁদিস কেন ?
ভেঙে বুঝি গিয়েছে খেলনা !'
ধবল অধরে আহা, হাসিয়ে মলিন হাসি,
বালা কহে, 'কিছু না কিছু না !'

হেরিয়ে সে শোক-মূর্ত্তি, রাহু-গ্রস্ত শশী যেন,
মাতা কহে 'একি মা ! একি মা !'
ধরিয়ে মায়ের গলা, ফেলি' দুটি বিন্দু অশ্রু,
কন্যা কহে, 'কিছু না কিছু না !'

লোকে হ'ল লোকারণ্য ;— ডাক্তার কহিছে ধীরে
'কি হ'য়েছে'—বল মা বল মা !'
ঝলকে ঝলকে আহা ! মুখ দিয়া রক্ত ছোটে !
বালা কহে 'কিছু না কিছু না !'

অবিরল বৃষ্টি পড়ে, গুরু গুরু গরজন,
থেকে থেকে চমকে চপলা !
শাল-তাল-তরুচয়, সত্রাসে দাঁড়ায়ে রয় ;
এ কি ঘোর বিদ্যুতের খেলা !

কি বিকট কি আওয়াজ! পড়িল পড়িল বাজ
কোন উচ্চে? কোন তরু-শিরে!
চারি ধারে অন্ধকার, উজ্জ্বল দেবের রোষ
পড়ে শিরা গৃহস্থের ঘরে!

মাঠে ছিল শাল তরু; দেব-ক্রোধ সংহারিল
উঠানের ক্ষুদ্র সহকারে।
সেই সঙ্গে সুকুমার সোনার লতিকা আহা
ভস্ম হ'ল অশনি-প্রহারে!

মলিন হাসি।

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট ক্লেশ, যন্ত্রণার একশেষ,
উপমার হারে তোর কাছে।
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্রুরাশি
যত আছে, জগতে কি আছে?
আছে কিরে কুঞ্জ গেহে, নিদাঘে লতার দেহে,
কীট-দষ্ট পুষ্পের বদনে?
আছে কি তমাল-শিরে, উদাসী কালিন্দী-তীরে,
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে?

প্রাঙ্গণের প্রান্ত দেশে, আছে কি রে নিশিশেষে,
পাণ্ডু-চন্দ্র চন্দ্রিকা-বরণে ?
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্রুরাশি,
তোর ওই কাঙ্গাল-নয়নে ?

হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্রুরাশি ;—
কবির কি ভাব-ভরা কথা ?
নয় নয় ! সবি ফাঁকি,— সকলি রহিল বাকি !
মর্ম্মে গাঁথা মরমের ব্যথা।
এক দিকে রৌদ্র-হাসি, অন্য দিকে অশ্রুরাশি,
ইন্দ্রধনু কি শোভা বিকাশে !
হায় রে মলিন হাসি— তোর কিন্তু অশ্রুরাশি
নেত্রপটে শ্মশান প্রকাশে !

সুখের বাসর-ঘরে, সবে হুড়াহুড়ি করে,
সধবা ও কুমারীর দল ;
চুপে চুপে ধীরে আসি, তুইরে মলিন হাসি,
আধা হাসি,—আধা অশ্রুজল ;—
বিধবার পাণ্ডুমুখে তিলমাত্র বসি সুখে
আবার করিস পলায়ন ;
হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়
সিক্ত করে কবির নয়ন !

উচ্চ হাসি।

কুসুম-কোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল,
অতি স্নিগ্ধ, সুকুমার, তব মৃদু হাসি,
কি সুন্দর!—আমি কিন্তু বড় ভালবাসি!
উচ্চ হাসি, উদ্বেলিত সঙ্গীত তরল!
মুর্ত্তিমতী-রাগিণীর ভুজ-মেখলায়,
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী!
হৃদয়ের কুঞ্জে, কুঞ্জে, বাসন্তী উষায়,
জাগি যেন উঠিয়াছে নুপুর-শিঞ্জিনী!
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে কনক-মৃণালে,
তোমার হৃদয়-মাঝে প্রেমের পিয়ালা!
উর্ব্বশী রঙ্গিণী সম নাচে তালে তালে;
মোহিনী মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা!
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি!

নীরব বিদায়।

নীরব বিদায় ও যে, নীরব বিদায় আহা,
নীরব বিদায়!
শব্দে বুঝাইতে যাই, অর্থের পাই না থাই,
এ জগতে হায় হায় নীরব বিদায়
ভাষায় কি বুঝান' গো যায়!
মুখে কথা নাহি ফোটে, ভাবগুলি কেঁপে ওঠে,
চঞ্চল সরসী-জলে শশি-বিম্ব প্রায়;
হায় ও যে নীরব বিদায়!

বৃথায় বৃথায় চেষ্টা; নীরব বিদায়
তুলিকায় ধরা কভু যায়?
দাসী আসি ল'য়ে যায়, সন্তানে তুলিয়ে হায়!
মা তাহার বার বার ফিরে ঘুরে চায়;—
—দৃষ্টি যেন পিছু পিছু ধায়!
অঙ্গ-যষ্টি অবিচল, নেত্রে নাহি অশ্রুজল,
বর্ণ নাহি মুরতি রেখায়!
হায় ও যে নীরব বিদায়!

বৃথা চেষ্টা! এ জগতে নীরব বিদায়,
পুষ্পভ্রষ্ট সৌরভের প্রায়,
জননীর দৃষ্টি হ'য়ে, বালকেরে সঙ্গে ল'য়ে,
সন্তানের পাঠ-গৃহে ধায়!

'ভাসান্' —গঙ্গার ধারে,   রথ যাত্রা হেরিবারে,
নয়নমণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায় ;
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী,   বাতায়নে বসি ওই,
এক-মনে কি বস্তু ধেয়ায় !
চক্ষে অশ্রুজল নাই,   কান্না নাই, ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

তুমি কি ভেবেছ মনে,   বিবাহ-যামিনী
হ'লে পরে ভোর,
কন্যারে বিদায় দিতে,   কন্যার জননী
ফেলে শুধু নয়নের লোর ?
না গো না বরের মাতা   তারো চিত্তে গুপ্ত-ব্যথা,
হ'য়ে থাকে, পুত্র যবে দু' দিনের তরে,
যায় দূরে বধু আনিবারে !
রসের আভাব নাই,   ছন্দের বিকাশ নাই,
গান গেয়ে গাওয়া কি গো যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !
ভ্রান্তি ! ভ্রান্তি ! এ জগতে নীরব বিদায়,
ত্বক্‌স্পর্শে ছোঁয়া কভু যায় ?
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি,   দুটি অন্ন মুখে গুঁজি,
ওই যুবা কার্য্যালয়ে ধায় !

প্রাণের যুবার তরে, তাম্বুল লইয়া করে,
তরুণী যে দিতেছে বিদায়,
মর্ম্মে গাঁথা নীরব ভাষায়
জলে শশি-ছায়া প্রায়, বিদায় কি উথলায়,
তরুণীর নয়ন-কোণায় ?
ও বিদায় কায়া-হীন ! ও বিদায় ছায়া-হীন !
বোঝা যায়, হিয়ায় হিয়ায় !
আকুলি ব্যাকুলি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় !
হায় ও যে নীরব বিদায় !

হের দেখ, একমাত্র সন্তান-রতন,
দূর দেশে যায় ;
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই ; বিনা বাক্যে যায় তাই,
ঘরে ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায় !
পিতামাতা দেয় তারে নীরব বিদায় !
ফেলে না চক্ষের জল, পাছে হয় অমঙ্গল,
নীল অভ্র মগ্ন হয় ঘন জোছনায় !
শশী গেল অস্তাচলে, যামিনী শিশির-ছলে,
কাঁদিতে না পায় !
অধরে কালিমা নাই, নয়নে ভাবনা নাই ;
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

যুবতী হারালে পতি, যুবা হারাইলে সতী,
বিরহী কি মৃতের শয্যায়,
আলিঙ্গি পাষাণ-বুক, চুম্বিয়া অসান মুখ,
দেয় চুপে নীরব বিদায় ?
না গো, ডুকরিয়া হায়, ভাঙ্গিয়া চিত্তকারায়,
অশ্রু-জলে মেদিনী ভাষায় !
সে ত নহে নীরব বিদায় !

দেখিবে ? দেখিতে চাও নীরব বিদায় ?
ওই মৃত বৃদ্ধার শয্যায়,
পড়ে আছে নীরব বিদায় !
বুড়ার নাহিক সুখ, বুড়ার নাহিক দুখ,
বুড়াদের নীরব বিদায় !
তোমাদের সুখ আছে, তোমাদের দুখ আছে,
বুড়ার সর্ব্বস্ব চলে যায়,
চির তরে চির তরে হায় !
ও যে হায় আশা-হারা, কোন মতে ছিল খাড়া,
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায় ;
ভূমিকম্পে শুষ্ক তরু ভূমিতে লুটায় !
চক্ষেতে চাহনি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,
বিন্ধ্যাচলে গুহা-মাঝে, বৌদ্ধ মূর্ত্তিপ্রায় !
হায় ও যে নীরব বিদায় !

কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী।

আমি ঘোর কলঙ্কিনী, রূপ-ব্যবসায়ী —
গৃহাশ্রমী ঋষি তুমি, ধর্ম্ম-নিষ্ঠাবান!
আমি সমাজের গাত্রে ব্রণ বিস্ফোটক ;
সমাজের চারু কর্ণে বীরবৌলি তুমি !
সংসার-অরণ্যে তুমি বৃক্ষপতি শাল ;
দীনহীন বৃক্ষরুহা আমি পরগাছা !
সমাজের নিয়ন্ত্রিত মণ্ডল মাঝারে
বিবর্ত্তিত, মনোহর চন্দ্র-গ্রহ তুমি ;
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট, গতি-হারা, আমি ধূমকেতু !
আমি নটী ; ছন্দোবন্ধে বিনায়ে বিনায়ে,
কথার বাগুরা জাল কৌতুকে বিস্তারি
ধরি পুরুষের চিত্ত ! তুমি ত সরল ?
নহে তব আঁকা বাঁকা সর্পের চরিত্র ?
কি স্পর্দ্ধা ! গণিকা আমি, ঘোর পাপীয়সী,
আমি কি না চাহি, এই পত্র পাঠাইয়া,
করিবারে কলঙ্কিত স্বহস্ত তোমার !
ধর্ম্মের প্রভূত বলে তুমি বলীয়ান্,
তোমার কিসের শঙ্কা ? অচঞ্চল মনে
পাঠ করি পত্রখানি, গঙ্গাজল দিয়া,
দেহের কলঙ্ক তব ফেলিও প্রক্ষালি' !

সমাজমুকুট তুমি, সমাজের নেতা,
সমাজের কিবা সাধ্য করিয়া ভ্রুকুটি,
চাহিয়া তোমার পানে, দেখায় আপন
দুর্ব্বল, রুধিরহীন, ঘৃণার অঙ্গুলি!
বহু, বহুকাল গত; বৃথা কেন আর
রে চক্ষু স্পন্দিত হোস্? আমিও ছিলাম
হিন্দু-পরিবার-ভুক্ত কুলীন-মহিলা।
নব-বলয়িতা তরু-ব্রততীর মত,
উঠিতাম শিহরিয়া সমীর-পরশে!
হইতাম সলজ্জিত কথায় কথায়!
এবে অন্তরাত্মা মোর বিবস্ত্র হ'য়েছে;
দর্পণের পারাটুকু গিয়াছে ঘুচিয়া!
কুলীনের বধূ আমি! বালিকা শৈশবে,
সেই কবে কোন্ কালে হ'য়েছে বিবাহ—
মনে নাই পতিমুখ; বিংশতি বরষ
হ'ল ক্রমে বয়ঃক্রম; আমি পিত্রালয়ে
গণিতেছি দিন মাস, কত সংবৎসর;
কোথায়? কোথায় পতি, হায় রে কোথায়?
শয্যা পাতি শুইতাম নিশীথে যখন—
বিপুল বিশ্বেতে আছে রূপরাশি যত,
বিপুল বিশ্বেতে আছে গুণরাশি যত,
সমগ্র দ্রব্যের এক সমষ্টি করিয়া,
কত অনুরাগে আর কতই আহ্লাদে,
গড়িতাম কল্পনায় পতির মুরতি!

নহেন নিষ্ঠুর তিনি ; মোর প্রতি বাম।
অভাগীর পোড়া ভাগ্যে, অবস্থার দোষে,
করিতে নারেন তিনি আমার উদ্দেশ—
এইরূপে, শান্তিহারা অবোধ-চিত্তেরে,
নিজেই দিতাম আমি প্রবোধ-সান্ত্বনা !
দেবালয়ে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার কাছে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, কত-শত-বার,
করপুটে সাশ্রুনেত্রে মাগিয়াছি বর—
'বারেক দেখাও, দেবি, নাথেরে আমার !'

এক দিন সন্ধ্যাকালে, রথ-যাত্রা দেখি,
ফিরিয়াছি গৃহে ; হর্ষে শুনিলাম আমি—
দেবতা প্রসন্ন আজি দুঃখিনীর প্রতি !
শ্বশ্রূ-গৃহে পদার্পণ করেছেন আজি —
কুলীন জামাই বাবু ! নীরবে, লজ্জায়,
পশিলাম অন্তঃপুরে ;—জননী আমার,
মোর পানে বাষ্পাকুল-উৎফুল্ল-লোচনে
চাহিয়া, বসায়ে ধীরে আপনার কাছে,
বাঁধি বেণী, মাজি দেহ, দিলেন সাজায়ে !
রাত্রিকাল ; ক্রমে যবে হ'য়েছে নিশুতি,
অধৈর্য্য-আশঙ্কা-হর্ষে দুরু দুরু হিয়া,
পশিলাম ধীরে ধীরে শয়নমন্দিরে !

আঁধার, আঁধার গৃহ ! না জানি কি ভাবে
দিয়াছিল নাথ মোর প্রদীপ নিবায়ে !
আমি পালঙ্কের পাশে দাঁড়াইনু গিয়া—
চরণ চলে না মোর প্রেমের আবেশে !
ভাবিলাম নাথ বুঝি, দুই ভুজ দিয়া
গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া আমায়,
লবেন পালঙ্কে তুলি ! সর্ব্বাঙ্গ-শরীর,
চরণ-নখর আর অলকের মাঝে,
হেমন্ত-লতিকা সম লাগিল কাঁপিতে !
আঁধারে পতির মুখ নারিনু দেখিতে—
শুনিলাম কথা তাঁর 'বড় প্রয়োজন
আছে মোর, এই দণ্ডে যাব ফিরে গৃহে,
অতএব বিধুমুখি, অনুগ্রহ ক'রে,
তোমার সুন্দর গাত্রে অলঙ্কারগুলি
আছে যাহা, দাও তাহা।—ব্রাহ্মণের বরে,
আবার হইবে তব কত অলঙ্কার !'
আমি কহিলাম ধীরে লাজ-ভগ্ন স্বরে—
'হে নাথ, দাসীর প্রতি দয়া হ'ল যদি,
আজিকার রাত্রি শুধু যাপিয়া হেথায়
সেবিবারে পাদ-পদ্ম দাও এ দাসীরে !
হইলে শর্ব্বরী শেষ যথা ইচ্ছা তব
যাইও; লইও সঙ্গে, দিব খুলি আমি
অধিনীর দেহে আছে যত অলঙ্কার—
কি আছে অদেয় ? তুমি সর্ব্বস্ব আমার !'

উত্তরিলা নাথ মোর 'রঙ্গ রাখ তোর।'
সহসা সজোরে দুই কর বাড়াইয়া,
চাহিলা কাড়িয়া নিতে গাত্র-অলঙ্কার—
রুদ্ধ-কণ্ঠে, ভগ্ন-বক্ষে মুমূর্ষুর স্বরে,
আমি তারে কত কষ্টে কথা যোগাইয়া,
কহিনু, 'দিও না হাত আমার এ দেহে—
খুলিয়া দিতেছি আমি সব অলঙ্কার।'
এত বলি—মল, বালা, হার, চন্দ্রহার,
জওসম, প্রজাপতি, সিঁতি ও চৌদানি,
যাহা ছিল, সব আমি একে একে খুলি,
দিলাম তাহার করে; কপাট খুলিয়া,
কুলীন-বধূর স্বামী গেলেন চলিয়া!

আমি সে আঁধার-গৃহে ঘৃণায় ও রোষে,
ভালের সিন্দূর-বিন্দু ফেলিনু মুছিয়া!
এই পতি? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি?
করিয়া প্রতিমা পূজা দিবস-শর্ব্বরী,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি, উদ্বোধনকালে,
ডাকিলাম যেই আমি 'কোথা দেবি,' বলি,
হায় কি দৈবের দোষে, কাঠামো হইতে,
নির্দ্দয় রাক্ষস-মূর্ত্তি হইল বাহির!

এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি ?
—ও নয় আমার স্বামী ; বালিকা-শৈশবে,
কবে কোন কালে মোর হয়েছে বিবাহ ;
মনে নাই পতি-মুখ ; আজি এ আঁধারে,
কত যুগ-যুগান্তরে, এল যদি পতি,
নারিনু পতির মুখ ক্ষণেক দেখিতে !
এই পতি ? হিন্দুগৃহে এই কি বিবাহ ?
দেবের শপথ করি পারি গো বলিতে—
অদ্যাপি কুমারী আমি ; বিবাহের রাত্রে,
করি নাই, করি নাই, মন্ত্র উচ্চারণ !
লোক মুখে শুনে থাকি, কৌতুক-উৎসব
হ'য়েছিল পিতৃ-গৃহে সে ঘোর রাত্রিতে !
নয়, নয়, নয় সেই বিবাহ উৎসব ;
চির-বৈধব্যের মন্ত্র, করেছিল পাঠ
হিন্দু-কুল-পুরোহিত, হোমাগ্নি জ্বালিয়া !
এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি !

আমি চির সতী-লক্ষ্মী ;—লম্পট-ব্রাহ্মণ
আজিকে চাহিয়াছিল, গাত্রে হাত দিয়া,
কাড়ি নিতে অলঙ্কার ; কই দিনু তা'রে ?
পর-পুরুষের কর-কলঙ্ক-পরশ
করিবে আমারে স্পৃষ্ট ? ধৃষ্ট দুরাচার
করিবে কলঙ্ক-দুষ্ট সুবপু আমার ?

অমঙ্গল ! অমঙ্গল ! কার অমঙ্গল ?
ভালের সিন্দূর আমি ফেলেছি মুছিয়া ।
কার অমঙ্গল তাহে ? আপাদ-মস্তক
হ'য়ে অলঙ্কার শূন্যা, নেত্র-জলে ভাসি,
হইনু অবীরা আজি ! সে কি সুমঙ্গল ?
হে হিন্দু, এ ধরাপৃষ্ঠে সকলি তোমার
এক-চক্ষু ; দয়া, ধর্ম্ম, রীতি, ব্যবহার !

পোহাইল কাল-রাত্রি ; মাতার সমীপে
গেলাম বিষণ্নচিত্তে ; শিরে কর হানি,
চির-দুঃখী মা আমার লাগিলা কাঁদিতে !

ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস, দুইটি বৎসর
হইল বিগত ; আমি ব্যস্ত গৃহকাজে
ভুলিয়া গেলাম, মোর হ'য়েছিল কভু
বিবাহ ; কাটিল কাল পরম-আহ্লাদে !
আশা নাই যার, তা'র কিসের বিষাদ ?
অকস্মাৎ হায় হায় নির্দ্দয় শমন
হরি নিল এক দিন জননীর প্রাণ !
একমাত্র যে বন্ধন ছিল এ সংসারে
অভাগীর, ছিন্ন তাহা হ'ল এতদিনে !
হে জননি, এ জগতে ঘোর অভাগিনী—
কুলীনের ধর্ম্মপত্নী ; একমাত্র বন্ধু—
হে জননি, তুমি তার বিশ্ব-কারাগারে !
হে জননি তুমি তার একমাত্র পতি !

মণিবন্ধে বাঁধা ছিল যে রক্ষা-কবচ,
গেল খসি, এস তবে ভয় ও বিষাদ !
উদ্‌ঘাট হ'য়েছে দ্বার ; আইস তোমরা—
অবাধে দৌরাত্ম্য কর মনের আহ্লাদে !

সংসার অরণ্য হ'ল ; জনক আমার
দার-পরিগ্রহ করি, আনিলেন গৃহে
দুঃখী দুহিতার লাগি নবীনা জননী !
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালি, আমিও আবার
করিতে লাগিনু ঘর, বিমাতার সাথে !

তুমি কে ? আঁধার চিত্তে মশাল জ্বালিয়ে
কে তুমি খেদায়ে দিলে আঁধার-দৈত্যেরে ?
তুমি কে ? অমৃত ঢালি শেফালির মূলে,
কে তুমি জাগায়ে দিলে নিদ্রিত সৌরভে ?
তুমি কে ? ডুবিয়াছিনু তরঙ্গ-গহ্বরে,
টানিয়া আনিলে তুলি' তরঙ্গিণী-কূলে !
মাতুল-শ্যালক-পুত্র সম্পর্কে আমার
তুমি ; কিন্তু যেই দণ্ডে হেরিনু তোমারে—
জ্ঞান হ'ল, তুমি মোর পরম আত্মীয় !
জ্ঞান হ'ল, তুমি মোর চির-পরিচিত !

সেই দিন হায়, সেই প্রথম দিবসে
হেরি তব দেবতুল্য মোহন আকৃতি,
করুণার রঙ্গভূমি, আকর্ণবিস্তৃত
যুগ্ম-নেত্র ; যুগ্ম-সুভ্রূ ; কুঞ্চিত চিকুর ;—
সঞ্চারিল নব-প্রাণ বিশুষ্ক জীবনে !
ধূলি-তলে নিপতিত মৃত-কল্প আশা
গাত্র ঝাড়ি দাঁড়াইয়া, লাগিল হাসিতে !
বিতৃষ্ণা বিমাতা প্রতি, জনকের প্রতি
ঘৃণা, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল ত্রাসে !
অনুরাগ, ভালবাসা জন্মিল আবার
অন্তরে, সমুদায় নরনারী 'পরে !
গৃহের জানালাগুলি, প্রাঙ্গণ ও ছাদ,
সহসা আমার নেত্রে বিস্তৃত আকৃতি
ধরিল, যেন রে কোন্ মন্ত্রের প্রভাবে !
যেন কোন বিশ্বকর্ম্মা করিল প্রসার
গবাক্ষে ; গড়িল মরি চক্ষুর নিমেষে,
অপরূপ সিংহ-দ্বার হৃদয়-তোরণে !
বুঝিলাম এই প্রেম ! এরি নাম প্রেম !
মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম !
এই প্রেম প্রাণময় ঊষার তুষার !
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আলক্ষিত ধীর-মন্দ সমীর-হিল্লোলে !
এই প্রেম-বসন্তের কুসুম-সম্ভার !
এই প্রেম দীপ্ত বহ্নি নিদারুণ শীতে !

এই প্রেম শরতের দিগন্ত-ব্যাপিনী
বসুধার মর্ম্মস্পর্শী, আকুল চন্দ্রিকা !
আজি গো, আজি গো হ'ল শুভ দরশন,
হাঁগো আজি,—আজি মোর দ্বাবিংশ বয়সে,
হ'ল শুভ-পরিণয় তোমার সহিত !
তুমিই আমার স্বামী ; আমি গো তোমার
ধর্ম্ম-পত্নী ; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে !
সুন্দর সুড়ঙ্গ রচি, হে সুন্দর বর,
এলে যদি অধিনীর হৃদয়-মহলে,
এস এস, ব'স মম প্রাণ-সিংহাসনে !
তুমিই আমার স্বামী, আমি গো তোমার
ধর্ম্মপত্নী ; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে !
রোষ-কষায়িত নেত্রে, কটমট করি,
রে হিন্দু সমাজ, তুই আমার দিকেতে
সঘনে তাকাস্ কেন ? আমি কি কুলটা ?
হিন্দু-কুল-লক্ষ্মী যারা, শুদ্ধ অন্তঃপুরে,
একদিন তরে যারা পতির বিচ্ছেদ
নাহি জানে, থাকে বদ্ধ সংসার-পিঞ্জরে,
দুই চারি পুত্র-কন্যা পতির ঔরসে
প্রসবিয়া যাহাদের সতীত্বের ভাণ,
তা'রা সবে সতী-লক্ষ্মী ! আমি কিন্তু, আমি,
আশৈশব তিল তিল পুড়ি তুষানলে,
এক হাতে স্বাদু-ফল অন্ন ও ব্যঞ্জন,
অন্য করে স্বর্ণ-পাত্রে জাহ্নবীর বারি,—

তবু হায় দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালীর মত,
নিয়ত শুখায় তালু দারুণ তৃষ্ণায়,
নিয়ত ক্ষুধায় হায় জীর্ণ হয় ছাতি !
আমি হায় বিনা কোন অনুযোগ-বাণী,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আছি, সহাস্য-বদনে,
হস্তে ফল,—উপবাসী লক্ষ্মণের মত,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আমি, এই পিতৃগৃহে,
প্রায়-উপবেশব্রতে আমি মহাব্রতী,
আমি নহি জিতেন্দ্রিয় ? আমি শুধু হায়
পুণ্য-বিঘ্ন, উলঙ্গিনী, কুলঘ্ন, কুলটা !

তোর এই রাম রাজ্যে, রে হিন্দু সমাজ,
হ'য়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডে সীতারপরীক্ষা !
সে কি তোর নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি ?
সে নয় কি শৌনিকের শোণিত-পিপাসা ?
আমি আজি বরমাল্য, ধর্ম্মে সাক্ষ্য করি,
উপযুক্ত পাত্র-গলে দিলাম পরায়ে,
আমার হইল নাম দুষ্টা দ্বিচারিণী !

অবস্তু অলীক আর প্রপঞ্চের মাঝে,
একমাত্র সত্য যাহা আছে ভূমণ্ডলে,
ঘুচাইয়া দেয় যাহা নয়নের ধাঁধা,
মিটাইয়া দেয় যাহা আত্মপর-ভেদ,
স্বার্থের অনর্থ ঘটে পরশিলে যারে,
হৃদয়ের শূন্যকুঞ্জ যাহার আগমে—

ভ'রে যায় ফল ফুল পল্লব শ্যামলে;
দেবের প্রসাদ যেই অপার্থিব নিধি,
বিশ্বের পরশমণি হায় যেই প্রেম,
হায়! হায়!—মর্ম্ম-কথা কহিব কাহারে,—
তারি নাম অঘ, পাপ, পাতক, কলুষ,
প্রজ্ঞাময় সংসারের শব্দ অভিধানে!

পাগ্‌লী-বিধবার গান।

হো-হো-হো, সধবা করিতে চায়!
চির-বিরহের, কত যে আমোদ,
এরা কিছুই বোঝে না হায়!
হো-হো-হো;—সধবা করিতে চায়!
তার করে কর রাখি, চরণে চরণ,
তার অধরে অধর, আননে আনন,
আমি বিভলা রঙ্গিণী, বিবশা মোহিনী,
পীরিতি-অমিয়া, পিই অনুক্ষণ!
যেন রে চাঁদনি মধু-যামিনীতে!
যেন রে শেফালি শারদ নিশীথে!
কুসুমের বাস, সঙ্গীতের সুর,
কতই সুখেতে প্রাণ ভরপুর!
বোঝান' এদের দায়!
হো-হো হো; সধবা করিতে চায়!

এবে সুখের তিয়াসা, রূপের পিয়াসা,
আশা প্রাণ-আশা, ভোগের লালসা,
প্রাণের মাঝারে, ছাড়ি নিজ বাসা
চলিয়ে গেছে কোথায় !
এবে শুধু ভালবাসা, শুধু ভালবাসা,
প্রাণের মাঝারে ভায় !
সুধাংশুমণ্ডলে যেন রে রোহিণী !
অম্বুনিধি মাঝে যেন রে তটিনী !
আপনা বিলায়ে, আপনা বিকায়ে,
আপনা ডুবায়ে, আপনা হারায়ে,
আমি যে আছি গো বসি !
তাহা বোঝান' এদের দায় !
হো-হো-হো, বর খুঁজিতে চায় !
ছিল একটি আমার স্বামী—
এখন নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শিশুর নধর-অধর-ভিতরে,
যুবার শোভার কহ্লার-সায়রে,
যুবতীর স্থির আঁখির মাঝারে,
(মোর) শত-শত স্বামী ভায় !
শিবের চকিত ত্রিনেত্র ভিতরি,
বিশ্ব যুড়ি যেন রাজরাজেশ্বরী !
অর্জ্জুনে বুঝাতে বিশ্বের আভাস,
মদনমোহন মূরতি প্রকাশ !
এরা দেখেও দেখে না হায় !

হো-হো-হো, সধবা করিতে চায়!
আগে সিন্দুরে দিতাম ফোঁটা—
এবে মদন-সায়ক, তরুণ অশোকে,
উষা-মনোলোভা তরুণ আলোকে
আঙুল ডুবায়ে—বুক পূরে সুখে,
আমি পরি গো নবীন ফোঁটা!
উষার ললাটে যেন শুকতারা!
হরের উরসে অলক্তক-ধারা!
অতনুমোহিনী সুধীরে চুমিয়া,
পতিভালে যেন দিয়াছে রঞ্জিয়া!
এমনি মোহন ফোঁটা!
এরা তা দেখেও দেখে না হায়!
আবার বরটি খুঁজিতে যায়!
আগে একটি চুম্বন পেলে,
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত,
কটীর কিঙ্কিণী বাজিয়া উঠিত,
সরমে ভরমে, নূপুর কাঁদিত,
পদতলে রুণু-রুণু!
এবে নিশি নিশি হয় কত জাগরণ,
কভু জানি না শীৎকার, রোম-শিহরণ,
কভু ফোটে না নয়নে একটি বচন!
অটুট চারিটি বাহুর বাঁধন!
ঘোচে না প্রেমের নেশা!

আমি কায়া পাছে ছায়া আছি রে লাগিয়া ;
সৌরভ যেন রে কুসুমে বেড়িয়া ;
শ্যামলতা যথা পল্লবের মাঝে,
কোমলতা যথা কুসুমে বিরাজে,
তেমতি অভেদ-তনু !
এরা বুঝেও বুঝে না হায়—
হো-হো-হো, বিয়ে দিতে গো চায় !
উরস-কমলে কাঁচলি বাঁধিয়া,
গোলাপী-কুসুমী রঙে ছোপাইয়া,
কত শত বাসে কটীটি আঁটিয়া,
ঢাকি এ মোহন-তনু,
বসন্তে যেনরে পুরুষে লোভাতে,
সে মহাকবির প্রাণটি ভোলাতে,
বিশ্ব-রঙ্গভূমে মোহিনী অপ্সরা,
চিরহাস্যময়ী, মাধুরীতে ভরা,
আপনার রূপে আপনি মগনা,
মোহিনী প্রকৃতি, অনন্ত-যৌবনা !
উরসে তাহার শুয়ে শুয়ে হাসে,
মুচকি কুসুম-ধনু !
বাজে মধুর মধুর, চরণ নুপুর
রাধার পায়ের, কনক-ঘুঙুর
যমুনাপুলিনে অনু !
(এ সব) বোঝান' এদের দায় !
হো-হো-হো, সধবা করিতে চায় !

গণিকা।

"চল দেবি স্বর্গে চল,"—কহিলা নারদ,
হরির মধুর নাম বীণায় ঝঙ্কারি;
মহর্ষির রাতুল সে পদ-কোকনদ
নেহারি, গণিকা কহে নয়ন বিস্ফারি,
"চারি ধারে যমদূত; ওই সারি সারি
অগ্নিকুণ্ড; আমার সহিত এ ছলনা
কেন দেব! মর্ত্ত্যে আমি ছিনু বারাঙ্গনা;
এ রৌরবে মোর সম নাহি পাপাচারী!"
কহে ঋষি "মনে নাই! সেই রঙ্গভূমি!
দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ অভিনয়-স্থলে
'কোথায় শ্রীহরি' ব'লে ডেকেছিলে তুমি,
ভাসি গেল রঙ্গভূমি নয়নের জলে!
চল, চল, পুষ্পরথে আরোহি পুলকে;
হরি-নাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে।"

কালিদাসের জয়।

আহ্বান।

তোরা আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
উড়ে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
গ্রীবা বাঁকাইয়া, পক্ষ ঝাপটিয়া,
হৃদয়-পিঞ্জরে তোরা আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ তোরা আয়!
মোর রঙ্গিণ নয়নে বিলোল চাহনি,
সীমন্তে সুবিন্দু, অধরে নাচনি
অশান্ত লালসাময়,
মোর উরস-কদম্বে কাঞ্চন-কাঁচলি,
কটীতে চরণে রজত কাকলি,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ পড়িছে উছলি,
হের কপোল-গোলাপে কত বুলবুলি
নাচিয়া বেড়ায় তায়!
তোরা আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
(আমি) যৌবন-সাগরে মাণিক্য-তরণী
সাজায়ে রেখেছি ;— মদন আপনি—
নাবিকের বেশে, মৃদু হেসে হেসে,
—ক্ষেপণী ধ'রেছে তায়!

হের ওই সুখ-দ্বীপ ;—বাজিছে বাঁশরী—
তরণীতে আয়, কি হবে সাঁতারি !
প'ড়ে থাকা পিছে, দুখ পাওয়া মিছে—
বহে অনুকূল বায় ;
তোরা আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় ;
জনমে জনমে, জীবনে, মরণে
এত তীব্র সুখ পাবিনে পাবিনে,
বিমোহিত চিত—মিলনের গীত
শুক সারী ওই গায় ;

জীবনের জরা, অলীক ভাবনা,
দুঃস্বপন সম, অলীক কল্পনা,
অলীক জল্পনা, অপূর্ণ বাসনা,
সুখ-দ্বীপে নাহি—হায় ;
ওই বাজিছে বাঁশরী, মধুর, মধুর—
তালে তালে তার কনক কেয়ূর
বাজিছে এ ভুজে ; মেখলা কিঙ্কিণী
আনন্দে শিহরি, বাজে ঝিনি ঝিনি ;
আমি আনন্দে বিভলা, আনন্দে বিবশা ;
সুখের তিয়াষা, রূপের পিপাসা,
তোদেরো ঘুচিবে ; তোদেরো ধমনী
বিদ্যুৎ-প্রবাহে নাচিবে এমনি,
সূর্য্যকান্তমণি প্রায়।

হবে নয়নেতে নেশা, প্রাণে ঘুম-ঘোর ;
সারা নিশি জাগি হইবি অঘোর ;
পড়িবি ঘুমায়ে ; এ উরস মোর
ভুপতি-শিথান প্রায় ;
তোরা আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় !

তোরা সুখ-দ্বীপ পানে মেলিয়া নয়ান
দেখ্ দেখ্ চাহি—বিজয়-নিশান
লাল নীল পীত বাসন্তী রঙের
উড়িছে বাতাসে ; বীর অনঙ্গের
সুন্দর পতাকা ভায় ;
মানিয়াছে হার দুঃখ ভয় ক্লেশ ;
প্রাণান্তক যত অশিব অশেষ ;
নিরাশার ওই শূর্পনখা বেশ,
লোহু বহে নাসিকায় !
এবে বসন্ত বাহার বেহাগ রাগিণী ;
সুধু পূর্ণিমা চাঁদনি, মাধবী যামিনী ;
সুধু কুসুমের মালা, সঙ্গীতের রেশ্ ;
সুধু মখ্মল-শয্যা, কিংখাপের বেশ ;
সুধু গোলাপি আতর, সুবাসিত জল ;
রজতের থালে কনকের ফল ;
তাম্বুলের রাগ, আবীর কুঙ্কুম ;
ফানুশে, ঝালরে আলোকের ধুম,

হাসি, করতালি, রাগিণী-ঝঙ্কার,
রঙ্গের আলাপ, রসের বিহার ;
ছন্দোময় নৃত্য, শোভার ফোয়ারা ;
আহা মরি কিবা আনন্দের কারা ;—
নিজে প্রাণ ধরা দেয় ;
(তোরা) আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় !

কালিদাসের উত্তর।

চিনেছি, চিনেছি তোরে !
হায় রে নাগিনী, মানবীর বেশে,
দেব-ভাষা মুখে, এলি হেসে হেসে,
জড়ান' রয়েছে কুন্তলের কেশে
সর্পশিশু বিষময় !
আমি কবি ; মোর উজ্জ্বল নয়ান
অন্তর্ভেদী সদা ; ছলনা ও ভাণ
বুঝেছি বুঝেছি, সকলি জেনেছি ;
রাখ্ রাখ্ নারি অমিয়ার ভাণ—
তোর কণ্ঠেতে গরল বয়।
ছি ! ছি ! একি তোর সজ্জা ! নারী-চক্ষু-শয্যা,
চির তরে ছাড়ি, লজ্জা পেয়ে লজ্জা,
ধুলায় লুটায় কায় !

একি আবরণহারা অঙ্গ-যষ্টি তোর !
ওই দেখা যায়, প'ড়ে আছে ঘোর
কুণ্ডলী পাকায়ে, বিষম সাপিনী,
কালকূট-ভরা প্রাণ-সংহারিণী,
হৃদি-পিণ্ড-লেহ চুষিছে নাগিনী,—
থেকে থেকে ওই ফণা আস্ফালিয়া,
তোর কণ্ঠনলী মাঝে দিতেছে ঢালিয়া
হলাহল সূচি জ্বালা ;
ছি ! ছি ! ঢেকেছিস্ তনু ঢাকাই বসনে,
কত হাব ভাব প্রকাশি বদনে,
চাহিস লুকাতে হাসি পারা মুখ,
অন্তরের জ্বালা, বুকের অসুখ,
তোর প্রাণ যাহে ঝালা পালা।
তোর ওই সর্প-চক্ষু করে মিটি মিটি,—
রাখ্, রাখ্, তুলে ঢাকাই শাড়ীটি,
সাপের খোলোস তোর।
কবি-নেত্রে আমি বুঝেছি, বুঝেছি,
ছদ্মবেশী নারী, জানিতে পেরেছি,
তোর নাগিনী-ব্যভার ঘোর।
ছি ! ছি ! সাপের খোলোস
ঢাকাই শাড়ীটি তোর।
গিয়াছে সঙ্কোচ, লজ্জা ঘৃণা শঙ্কা,
উলঙ্গ রসনা, বাজাইয়া ডঙ্কা,
মোহপূর্ণ গীতি গাস।

নগন নয়ন, নগন বদন,
নগন নিতম্ব, নগন জঘন,
দোকানীর সম খুলিয়া দোকান,
ছি! ছি! মরি লাজে, নগন পরাণ,
পুরুষে দেখাতে চাস্।
'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি,'
গলায় পরিতে ফাঁস!

তোর নেত্র-নীলিমায় চপলা হানিছে;
চিকুরকলাপে তরঙ্গ নাচিছে;
স্ফীত পয়োধরে উথলি পড়িছে—
নাগিনীর অহঙ্কার।

বৃথা ও গরব বৃথা ও বিলাস,
যৌবন-মালঞ্চে কান্তির বিকাশ
বৃথায় রমণি ও তোর প্রয়াস
এ হৃদয় ধরিবার।

তোর নাগিনী ব্যভার ঘোর—
দীন চক্ষে আহা উঁকি মারে ওই
অতি দুঃখী প্রাণ তোর।

হায় অভাগিনী, সে সৌভাগ্য কোথা
পারিবি জুড়াতে হৃদয়ের ব্যথা,
হ'য়ে কবি-প্রণয়িনী?

এ তোর জনমে, এ তোর জীবনে,
এ মহান্ সুখ পাবিনে পাবিনে,
কোন কূপে হায়, এ মর্ত্ত্য-ভবনে,
শোভা পায় মন্দাকিনী?

ছাড় ছার বৃত্তি, হও তপস্বিনী,
ধর কমণ্ডলু ; কলুষনাশিনী
গঙ্গাতটে গিয়া, থাক বার মাস —
উদার প্রবাহ, প্রশান্ত আকাশ,
কুসুমিত তরু, লতিকার হাসি,
বনরাজি গায়ে জ্যোৎস্নার রাশি,
সৌরভপ্রবাহ প্রথম ফাল্গুনে,
আম্রমুকুলের, সেবি কায়মনে
জুড়াও জীবন ;—তিল তিল করি
কুলটা-কলঙ্ক যাও রে পাশরি ।
মধুর সঙ্কোচ, দয়াময়ী-বেশ,
অবরোধ-বধূ-দেহের অশেষ
সৌন্দর্য্য ফিরে গো আসুক আবার-
বসন্তলক্ষ্মীর লাবণ্য-সম্ভার
যেন মধুমাসে ; মুগ্ধা মোহিনী
শরাদনিশীথে যেন বনরাণী ;
শেফালি-সৌরভে মদিরা-বিঘোর,
বনস্থলী যবে আনন্দে বিভোর ।

বৃথায় ! বৃথায় ! এ জনমে আর
দক্ষিণা বাতাসে, স্বর পাপিয়ার
পশিবে না তোর মরুভূ-হিয়ায় ।
এ কলুষ ঘোর ধোয়া কভু যায়
মানব-জীবন-কর্ম্মনাশা-জলে ?

লো কুলটা, তুই ঝাঁপিয়া অকূলে
ম্লান মুখ তোর, আকুল আহ্বানে,
ছাড়ি ছলা কলা, ডাক্‌রে মরণে।
চির দয়াবান, চির প্রেমবান,
বিশ্বে নাহি বঁধু মরণ সমান;—
পরশে তাহার নিবিড় আনন্দ;
অধরে তাহার সুধা মকরন্দ;
ত্বকে নাহি তার শুষ্ক অসাড়তা;
কণ্ঠে নাই তার ব্যাকুল জড়তা;
সঙ্কীর্ণ বিশ্বের সঙ্কীর্ণ সংস্কার,
পাপ পুণ্য ভেদ, নাহিরে তাহার;
মন্দাকিনীজল তাহারো সুকেশে,
(হর-শিরে যথা)—উছলে হরষে।
কলঙ্কিনী, তোর দেহের কলঙ্ক
হইবে বিধৌত; মরণের অঙ্ক
কি সুন্দর!—তুই পড়িবি ঢুলিয়া
ক্লান্ত দুটি আঁখি সুধীরে মুদিয়া;—
সুখক্লান্ত কোন সুন্দরীর প্রায়,
ছাদে পড়ি বালা যবে সে ঘুমায়;
আর কুহরে কোকিলা; দক্ষিণা বাতাসে
বিকম্পিত তনু, জ্যোৎস্নারাশি হাসে

যুগ কল্প যুগ এইরূপে যাবে—
তোর অশান্ত হৃদয় মহাশান্তি পাবে

মৃত্যুর আলয়ে ; পাষাণ হইয়া,
অহল্যার মত রহিবি পড়িয়া।
এমনি যুগান্ত বিগত হইবে
মহর্ষি-আশ্রমে ; ঝরিয়া পড়িবে
পাষাণের রেণু ;—পুষ্পের মঞ্জরী
হ'বি শেষে তুই মালঞ্চ-সুন্দরী
ঋষি-তপোবনে। শকুন্তলা আসি,
তোরে পরিবে কুন্তলে, গালভরা হাসি!
হ'বি শেষে তুই চারু প্রজাপতি—
পুষ্প হ'তে পুষ্পে, মহাহর্ষে মাতি
ছুটিয়া বেড়াবি কবি-কুঞ্জবনে।
তার পর তুই, বিচিত্র বরণে,
বিহগের সাজে, কল্পতরু পরে,
অলকার কোন নন্দন ভিতরে,
কুহু কুহু স্বরে, নব-উষামুখে,
যক্ষ-দম্পতিরে জাগাবি কৌতুকে।
পক্ষিজনমান্তে, সাজিয়া হরিণী,
নৃপতিকন্যার মহা সোহাগিনী
থাকিবি হইয়া ; কিছু দিন পরে,
শুভ ইন্দ্রধনু অদৃষ্ট-অম্বরে
দেখা দিবে তোর ; মহাবহ্নি-দীপ্ত
(পৃথিবী-কন্যার পরীক্ষার মত)
তোর আত্মার কলঙ্ক সব নিবে হরি'
করিয়া তুহারে ত্রিলোকসুন্দরী !

পুণ্যপুঞ্জফলে, মানবের ঘরে,
আবার আসিবি নারীজন্ম ধ'রে!
ধর্ম্মের সহায়, সিদ্ধির সাধনা,
জয় জয় নারী, অপূর্ব্ব ললনা!
সন্ধ্যা সম তার চাঁচর চিকুর;
সন্ধ্যা সম তার লোচন মধুর;
অধরে তাহার শেফালির বাস;
কপোলে তাহার গোলাপী আভাষ;
ভ্রুভঙ্গে তাহার সারল্য সাজান';
ব্রীড়াময় হাস্যে মাধুরী মাখান';
প্রেমাশ্রুচুম্বনে অমিয়া ছানিয়া,
নয়নে অধরে রেখেছে মাখিয়া;
নখদর্পণেতে জ্যোৎস্না-বিভব;
ললাটে মহিমা, চরণে গৌরব;
সতত সরস আশা পুষ্প ঢালা,
শ্রীকরে তাহার কনকের থালা;
দুই কর্ণে দুটি কদমের দুল;
নাহি সাজসজ্জা, তবুও অতুল!
নাহি পক্ষপাত, নাহিক বিভ্রাট,
গৃহ-রাজত্বের অপূর্ব্ব সম্রাট!
পতি-মুখ তার সুধাংশু জিনি;
তার পানে চাহি কি দিবা রজনী
আছে গো রোহিণী; সুখরাজ্যে তার
অনন্ত বসন্ত করে গো বিহার;

বিপন্ন জনেরে হেরিলে পরে
মুক্তারাশি তার নয়নে ঝরে;
তার মুখ পানে চাহি বুঝিতে নারি
মানবী কি দেবী, অপূর্ব্ব নারী!
হেন বেশে নারি! আসিবি যখন
কবি-প্রণয়িনী হইবি তখন!
তখন হানিস্ কটাক্ষে তোর
যত আছে বাণ; বিষদিগ্ধ ঘোর
নাগপাশে তোর, বাঁধিয়ে নাগিনি,
রাখিস্ আমারে দিবসযামিনী!

ঘোমটা-খোলা।

কথা কও, হাস হাসি; চাও আঁখি মেলি-
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি?
কনকের কাজ করা,
সোনার কুসুমে ভরা,
সারা দেহে ছিল তোর বারাণসী চেলী;
আমি শুধু ঘোমটাটি দূরে দিনু ঠেলি!
ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে
রাঙা তোর ওষ্ঠপুটে
আরো রাঙাইয়া দিল! করি রঙ্গ কেলি,
কে যেন সিন্দূর দিল লাল পুষ্পে ফেলি!

দোহাই তুহার কিরে,
আমি কভু জানিনি রে,
শরত-মেঘের কোলে চমকে বিজলি!
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি?

লাবণ্য কি উপলায়
কনক শশীর গায়,
জলধর-রাশি যবে পড়ে আসি হেলি?
আমি বড় ভালবাসি
মুক্তাকাশে মুক্ত শশী;
ঢালি দেয় সারা নিশি কনক-অঞ্জলি!
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি?
কালো প্রজাপতিগুলি,
সুশ্যাম ভ্রমরা বলি,
দেখ্ দেখ্ একরাশ পড়িয়াছে হেলি!
গোলাপ কুসুমগুলি উঠিছে আকুলি!
ফুঁ দিয়া উড়ায়ে দাও,
ঘোমটা খুলিয়ে চাও,
পিয়াও সৌন্দর্য্য-সুধা পুরিয়া অঞ্জলি!
মানিনি, সাধের মান বল্ কেথা পেলি!

লক্ষ্ণৌর আতা।

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর।
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির।
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটীর।
চাহি না 'গন্না'র* স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম্ কোন হ'য়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি!

* লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে।

আল্‌তা-মোছা।

অলক্তাক্ত দু' চরণে জল দিল ঢালি ;
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?
খোকার নহে গো দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ,
ও শুধু জলের ঘটী ক'রে এল খালি ;
কাণেতে শিখায়ে দিনু,
ঘটীটি ধরায়ে দিনু,
ও শুধু জলের ঘটী ক'রে এল খালি !
দূতের কি দোষ কভু ?
স্থায়-যুদ্ধে তারে প্রভু
পাঠায় আপন কাজে ; ভুলিলে কি আলি ?
আমারো নহেক দোষ,
তোমারি যতেক দোষ ;
অলক্তাক্ত দু' চরণে জল দিল ঢালি,
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?

উদার উষার কাল ;
সান্ধ্য মেঘ রক্ত-জাল
রঞ্জিত গগনাঙ্গন !—বল বল আলি,
বসন্তে সাজালে কেন শারদীয় ডালি ?

মঞ্জুল-যৌবন-কুঞ্জে ফুটিল শেফালি !
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
সৌরভ মিশায় তায় ;
হাতে কেন হে রঙ্গিণি রঙ্গণের থালি ?
দুই চক্ষে লাগে ব্যথা,
কমল ফুটিবে কোথা,
প্রভাতে ফুটালে তুমি কুমুদী বৈকালী !
এ মাধবী নিশীথিনী,
ছিল গো চন্দ্রশালিনী,
কবি-চিত্ত-সৌধরাজি আলোকে উজালি ;
রূপ-রাজ্যে, বল, সতি,
কে শিখালে এ কুনীতি ?
তুমি এলে দুই করে মোমবাতি জ্বালি !
আহ্বান আসে নি সখি,
মিছা অভিনয়, একি ?
বনমালী হ'ল কেন শ্মশানের কালী ?
হ'তেছিল দোলরাস,
চারি ধারে গীতোচ্ছ্বাস ;
শ্যামা-বিষয়ক গান ধরিলি গো আলি !
কে তুহারে শিখাইল এই নাগরালি ?
খোকার নাহিক দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ ;
অলক্তক দু' চরণে জল দিল ঢালি ;
মুছে গেল ; তার জন্যে মিছে কেন গালি ?

যাব না, যাব না!

তুমি ত চলিয়া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে,
তাহে খেদ নাহিক আমার।
শুধু এই খেদ নাথ, মৃত্যু বসি শিয়রেতে,
অভাগীরে ডাকে বার বার।
যাব না, যাব না—
এখন সময় মোর, হয় নাই হে মরণ,
সাধ মোর আছে বাঁচিবার;
ফুরায় নি সব আশা, এক ছাদ রোদ আছে,
কত মালা আছে গাঁথিবার!
যাব না, যাব না—
পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয়,
হায় সেই ঋবিব্রতধারী,
রোগে জর জর, তবু মুখ টিপি হাসিতেন,
লুকাতেন নয়নের বারি!
যাব না, যাব না—
সে যে এত ক'রে গেল, সে যে এত স'হে গেল,
আধা তার সহিলাম কই?
দুই চারি একাদশী, করি বহে অশ্রুবারি,
আমাতে আমি গো যেন নেই!
যাব না, যাব না—
সারাদিন তুমি নাথ, মাথে করি ঝঞ্ঝাবাত,
শেলসম নিষ্ঠুর বচন,
কর্ম্মক্ষেত্রে মোর তরে, বিসর্জ্জিলে ক্ষীণ তনু,
আমারি কি সাধের জীবন?

যাব না, যাব না—
হাত তুলে হেসে হেসে, অমন—অমন ক'রে,
হে মরণ, ডেক না, ডেক না—
আমারে পরাতে বাস, সাজাতে সুন্দরী-সাজ,
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা!
যাব না, যাব না—
পিরানে বোতাম নাই! পাছুকাটি অর্দ্ধছিন্ন!
মোর হস্তে পরাত বলয়,
বুকে ধরিত না সুখ! আমারি কি যত দুখ,
ঠেঁটি পরি দিন দুই হয়!
যাব না, যাব না—
বৃথা এই জারি জুরি! নারীর ছলনা-বাক্য,
বুঝে ওই হাসিছে মরণ!
যাই! যাই! হাত ধ'রে, বুকেতে টানিয়া লও,
কোথা তুমি অমূল্য রতন?
একি নাথ, আজো তব অধরে মলিন হাসি,
মিস্‌কালি সুবর্ণ তোমার!
এত নাথ খাটিয়াছ, শরীর ভাঙ্গিয়া গেছে!
শক্তি নাই কাছে আসিবার!
বল নাথ, বল বল, কোথায় বেঁধেছ ঘর?
খাটিতে হবে না তোমা আর!
কোলে তুলি, বুকে ধরি, প্রাণনাথ, প্রাণধন,
মুছাইব নয়ন-আসার;
ফুটাইব হাসিরাশি, অধরে তোমার,—
—সর্ব্বস্ব আমার!

গান-শোনা।

গেয়ে যাও, থেমনা'ক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান !
পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু, আমার মানসী-বধূ,
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, ঊর্দ্ধ করি কাণ !
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, একি উপাদান !
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান, এক্ সেতারের তান !
গেয়ে যাও, থেমনা'ক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান !

ওঠে পড়ে গীতধারা, তরল রজত পারা !—
পুষ্পবনে একি রঙ্গ !—নিঝরের প্রাণ,
করে সখি ছুটাছুটি আহ্লাদে অজ্ঞান !
নামিছে, পড়িছে ওই, উঠিছে, নামিছে ওই,
অতীতের মগ্নস্মৃতি বাহিয়া উজান ;
আশার কাঞ্চন-তরী বাহিয়া সটান !
নয়নে ত্রিদিব-নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা
গেয়ে যাও, থেমনা'ক, গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান।

আজি গো হয়েছে ধন্যা, সঙ্গীতের অন্নপূর্ণা!
পুষ্পবাস, পূতপ্রেম, মুরলীর তান,
অকাতরে, মুক্তকরে, করিছে প্রদান!
যত তব প্রাণ মাঝে, হাসি অশ্রু লেগে আছে,
উছলি উছলি আজি, আনিছে ও গান!
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে, দুঃখ মৃদু হেসে উঠে—
গেয়ে যাও, থেমনা'ক; গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!
কবে কোন্ সেফালীর, সৌরভে হ'য়ে অস্থির,
দোঁহে-দোঁহা করেছিনু প্রেমসুধা-দান;
কবে কোন্ যামিনীতে, বসি বাতায়ন-পথে,
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ;
কোন্ সে মাধবী-রাতে, ফুল-শয্যা ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হ'ল নিশি-অবসান;
নয়নে ত্রিদিব-নেশা, পুলক-বিহ্বল বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী; গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

রাক্ষসী।

বসন্তের উষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার।
নিদাঘের রৌদ্র আসি, ঝিলমিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার!
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরত শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!
রাহু কেতু দুই ঋতু—শীত ও হেমন্ত শুধু হায়
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার!
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়!
আমি গো বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী!
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!

দ্রৌপদী।

[টিণ্ডাল, হক্সলি, স্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থপাঠান্তে]

হে প্রকৃতি ! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তত নব নব শোভা চর্ম্ম-চক্ষে ভায় !
হে দ্রৌপদি ! যত তোমা উদারি উদারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, শাটী বেড়ে যায় !
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন্
অনন্ত শাটীতে ঘেরা—অদ্ভুত ঘাগরি !
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরীক্ষে, চুপে, চুপে যোগান শ্রীহরি !
ক্ষম দেবি অপরাধ, বিশ্বের জননি ;
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান ;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, তপ্তরক্ত পান,
করুক্ নৈরাশ্য-ভীম, করি জয়ধ্বনি !
মোরা যত কুলাঙ্গার নির্ব্বাক, নীরবে—
সভা-মাঝে অধোমুখে ব'সে আছি সবে !

সত্তঃস্নাতা ।

শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা-আবরণ ;
কেশের তরঙ্গরাশি চুম্বিছে মেদিনী !
সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন,
ঝির্ ঝির্ ব'হে যায় রূপ-নির্ঝরিণী !
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ-কারাবা !
কার্ত্তিকে ফুটিয়া যেন উঠেছে মালতী !
মেঘরাশি গেছে উড়ি ! আহা, কিবা শোভা,
বর্ষারাতে হাসে চাঁদ পাইয়ে মুকতি !
নগন-সৌন্দর্য্যময়ি, হে চারু রূপসি,
অসত্যেও সত্যরাশি ছিল রে গোপন ;
এ অনুপ্রাণিত বক্ষ উঠিছে উলসি,
হেরি তব অনাবৃত আকৃতি মোহন ।
মায়াময় এ জগতে অলীক সকলি ;
সত্য হেথা নগ্ন-শোভা চারুতা কেবলি !

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী।

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
নাগিনী, সাপিনী কেহ, কেহ বা যক্ষিনী !
একদা অশুভ দিনে, ফুলকায়ে, ফুল্লমনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারি দিক হ'তে তারা, শ্লেষ বিদ্রূপের ধারা,
মোর অসহায় মাথে বর্ষিল অমনি।

প্রদোষে বিহীনবাক্, তীরে ঘোরে চক্রবাক,
তাহারে আক্রমে যথা বিংশতি হংসিনী ;
নিকুঞ্জে পশিলে ভুলে, সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া হূলে,
মৃগেরে আক্রমে যথা মধুকর শ্রেণী ;
একি হাসি !—একি রঙ্গ ! রণে আমি দিয়ে ভঙ্গ
কুরুক্ষেত্র হ'তে ভয়ে পলানু তখনি।

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
  সাক্ষাৎ দেবতা তারা কারুণ্য-রূপিণী।
এক দিন, শুভ দিনে, রুগ্নকায়ে, ভগ্নমনে,
  তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারি দিক হ'তে তারা, বাক্য-অমৃতের ধারা,
  আমার তাপিত প্রাণে বর্ষিল অমনি।

দিবাতপ্ত পুষ্পদেহে, সারা রাত্রি ঢালে স্নেহে,
  প্রাণময়ী সুধা যথা নিশা-বিনোদিনী ;
কি মধুর ভালবাসা, কি যতন, কি শুশ্রূষা !
  সহসা আঁধারে যেন এল গৃহমণি !
রোগ নয় ; প্রেম উহা, শিখাইয়া দিল যাহা,
  সাক্ষাৎ দেবতা তারা কারুণ্য-রূপিণী,
  আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী।

ডায়মনকাটা-মল।

[সে দিন শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ীর তিন বধূ ও বাড়ীর কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, "নাতজামাই, বুঝিব, তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে।" তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

১

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ-হর্ম্মে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্তগৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চ-হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?
মল্ বলে,—'আমি যার 'বধূ' সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!'
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল!
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে?
মুখর বিরহ বলে, "চল্ চল্ চল্"—
ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !
হ'ল নারে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশিবায় ঝাঁপ্ তালে গীত গায় ;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল !
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল ;—দময়ন্তী তনু টল্‌মল্ !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল !

মল বলে,—'আমি যার, বধূ সে গো নহে আর
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
'খোকার ঝিনুক্ কই ?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার নয়নে অনল !
কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন কুঞ্জ মরি কি শ্যামল !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !

৩

ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল !
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল ?
অতনু কি মৃদু ভাষে, লুকায় উমার বাসে ?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল !
কেন, কেন ম্রিয়মান্, হেমন্তে পাখীর প্রাণ ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ?
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু বাজে ওই মল !

মল বলে, "আমি যার, চির-লজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ হলাহল !
চুম্বিয়ে চরণ তার, জাগাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !"
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজো বউ চলি যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু বাজে ওই মল !

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্, বাজে ওই মল!
জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল!
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল ছল আঁখি রাধা চাহে ধরাতল!
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেতা হ'তে চল্ সখী চল্!'
প্রগল্ভা হাসিতে চায়; গুরুজন!—একি দায়!
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল!

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল বলে, 'বল্, ওরে স'রে যেতে বল্;'
কবি বলে, 'আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল;
যামিনীতে দেখা হ'লে, সুধাব সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্ব্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায়? বল্ সখি বল্?'
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্ ওই বাজে মল!

অদ্ভুত রোদন।

হেরিলে শিশুর হাসি করি গো রোদন,
না জানি আমার ভাগ্যে কেমন লিখন!
শিশু-মুখ-পদ্ম মরি, ফুটে উঠে ধীরি ধীরি,
জননীর নয়নের বালার্ক কিরণে!
যেন কোন গুপ্ত নিধি, যেন কোন হারা নিধি,
দেখিতে পেয়েছে শিশু মায়ের বদনে!
জনমে জনমে আহা, বুঝিতে নারিনু যাহা,
সে রহস্য শিশু যেন বুঝেছে সকলি;
নতুবা মায়ের পানে, চাহে শিশু ঘনে ঘনে,
কেন এত, কেন তার আকুলি ব্যাকুলি?
মায়ের বদন হেরি, স্বরগের কথা স্মরি,
পুলকে নাচিয়া উঠে আঁখি সুকুমার;
হায়রে আমার নেত্রে বহিছে আসার।

"এত দিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর—
রাখ্ বোন্ ফুল, তেল, গুঁজিকাটি তোর;
সময় বহিয়া যায়, কি হবে সাজ সজ্জায়!
রুক্ষবেশে, রুক্ষকেশে, ভেটিব তাঁহার।

পরেছি সিন্দূর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী,
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায় ?
চল্ বোন্ রান্না ঘরে, আজি পরিপাটি ক'রে,
রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন ;
বিদেশ বিভূমে হায়, অনাহারে অনিদ্রায়,
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ !
সকলি মোদের তরে :— চল্ চল্ ত্বরা ক'রে,
আমাদের ব'সে থাকা সাজে কি এখন ?"
বাড়ী ফিরে এল পতি, চির-বিরহিনী সতী,
হাসিছে মধুরে কিবা গাল ভরা হাসি ;
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি !

প'ড়ে গেল হুলস্থূল পাড়ার ভিতরে।
করিয়ে শ্বশুর ঘর, বহু বহু দিন পর,
এসেছে, এসেছে কন্যা, নিজ পিতৃ-ঘরে।
বহুক্ষণ মার কাছে ; খানিক পিতার কাছে ;
খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে ;
খুকির ধরিয়া কর, দেখে তার খেলা ঘর ;
দুটি কথা খানিক সইর কানে কানে ;
ঝি-মারে বসায়ে দূরে, সলিতা পাকায় ধীরে,
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে ব'সে ;
ছোট বৌর হাত হ'তে, কাড়ি ল'য়ে আচম্বিতে,
নিজে কভু সাজে পান মনের হরষে।
বহু বহুদিন পরে, কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে,
মূর্ত্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
হায়রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায় !

অদ্ভুত সুখ ।

এমনি স্বভাব মোর, কচি ছেলে পেলে,
অমনি কাঁদাই তারে মহা কুতূহলে ।
মায়ের কোলেতে উঠি, ফোলো ফোলো ওষ্ঠদুটি,
ডাগর নয়ন দুটি আকর্ণ বিস্তার,
শিশু যবে ডুকুরিয়া করে গো চীৎকার,
বসি আমি এক ভিতে, মার চক্ষু মুকুরেতে,
বিস্মিত শিশুর মূর্ত্তি হেরি বার বার ।
অশুষ্ক নয়ন-নীর, ওষ্ঠে বহে স্তনক্ষীর,
কপোলে কজ্জল রেখা, মরি কি বাহার ।
হেরি সেই অশ্রুবারি, হাসি কি রাখিতে পারি ?
এমনি স্বভাব মোর, এমনি ব্যভার !

বিধবার নির্ব্বাপিত স্মৃতির অনলে,
দিগো আমি ঘৃতাহুতি কত কুতূহলে ।
ভুলিয়ে মরম জ্বালা, আন্‌মনে হাসে বালা ;
সে হাসি কি লাগে ভাল ? পাড়ি আমি ছলে—
'তার' কথা—দিগো আমি হুতাশন জ্বেলে ।
উষায় পল্লব যথা, ভিজে যায় ঝাঁপিপাতা,
পাণ্ডুরাগ ছেয়ে ফেলে গণ্ড ও কপোলে ;
ক্ষাম সেই অঙ্গযষ্টি, শূন্য সেই অধোদৃষ্টি,
উপমার বস্তু কিছু আছে কি ভূতলে ?
হেরি সে পবিত্র দুখ উপজে অপূর্ব্ব সুখ !
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে !

জৈন বৈষ্ণবের কাছে বসিয়া বিরলে,
গো-হত্যার কথা পাড়ি মহা কুতুহলে।
ধবলে পাটলরেখা বর্ণ ধেনুটির,
বৃহৎ পালান্ কিবা প্রকাণ্ড শরীর।—
—ক্রূর মুসলমান তারে, ল'য়ে যায় হত্যাগারে;
পথে ছিল একজন হিন্দুর আলয়,
প্রাণ ভয়ে ধেনু তথা লইল আশ্রয়।
যবন পশিল গৃহে; গৃহস্বামী আসি কহে
"যত মূল্য এর তার লও চতুর্গুণ,
গরীব ধেনুরে তুমি ক'র না গো খুন।"
'কাফেরের দান তুচ্ছ,' এতেক বলিয়া ম্লেচ্ছ
গলে রজ্জু দিয়া তারে ল'য়ে যায় টানি;—
গৃহস্বামী পানে হায়, সিক্ত নেত্রে গোরু চায়,
হেরি সেই নন্দিনীর আকুল তাকানি,
গৃহস্থের দর দর নেত্রে বহে পানি!
শুনিয়ে আমার কথা, মনে পায় ঘোর ব্যথা,
জৈন বৈষ্ণবের নেত্র ভেসে যায় জলে;
হেরি সে পবিত্র দুখ উপজে অপূর্ব্ব সুখ!
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে!

অদ্ভুত শাস্তি।

হ্যাঁ দেখ মদন-ভস্ম পড়েছি কুমারে,
সিরাজের ক্রূরপনা বঙ্গ-ইতিহাসে ;
অষ্টম হেন্‌রির আখ্যা, যার অত্যাচারে
রাজরাজেশ্বরীকুল কাঁপিত তরাসে।
বৃথা ও ভ্রূকুটী তব, রক্তিম লোচন,
মানাগ্নির উষ্ণশ্বাসে স্ফুরিত অধর ;
কঠোর আমার হিয়া, করিয়া স্মরণ,
সরল সহজ মূর্ত্তি ধর লো সত্বর !
নতুবা এমনি করি এ বাহুবন্ধনে
চিরবন্দী করি তোরে, হৃদি-কারাগারে
রাখিব ; এমনি করি, ঘোর অবিচারে,
শুষিয়া লইব প্রাণ একটি চুম্বনে।
অথবা, এমনি করি, কৌতুকের ছলে,
ভাসাইয়া দিব তোরে এই অশ্রুজলে !

সধবা।

"অশ্রুকণা" পাঠান্তে।

বিধবা সে ; আমি তারে ভাল ক'রে চিনি ;—
সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্‌না তলায়,
'এয়ো' সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায় ;
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী !
পথে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে,
চমকি থমকি বালা দাঁড়াইল ত্রাসে !
"হে সধবা, কোথা যাও" ? কে যেন রে বলে
জ্যোৎস্নার আবছায়ে, মধুর সম্ভাষে !
জ্যোৎস্না কহিল রঙ্গে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
"চল্ আলি, আমি তোর বারাণসী চেলি";
আঁধার কহিল যত্নে, চরণে লুটায়ে,
"আমি ওই চেলির অঞ্চল ঝিলিমিলি !"
অশোক পড়িল ঝরি সীমন্ত-উপরি ;
বাসর জাগিতে হর্ষে ফিরিল সুন্দরী !

সাবিত্রী।

[আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই কবিতাটি আমার মাতাঠাকুরাণীর পাদপদ্মে উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।]

গেল রাত্রি, এল দিবা ; কি বিচিত্র বিভা
(অন্ধ আমি) মম চক্ষে ধীরে এল নামি !
—হে সাবিত্রী, তব নাম বঙ্গের বিধবা,
হে বিধবা, সত্যবান তোমারই স্বামী !
রাশ নাম ডাক নাম দ্বিনাম-ধারিণী
হে সাবিত্রি পৌরাণিক, হে বঙ্গ-বিধবা,
হেরি তোমা, (অরণ্যেও তুমি রাজরাণী)
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা ?
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি ! নির্ম্মম অরাতি
কাল-ফণি, সত্যবানে করিল দংশন—
হে মৃত্যু, ক'র না স্পর্শ—ওকি শুধু স্মৃতি ?
ওকি শুধু একাদশী ব্রত-উদযাপন ?
হে কৃতান্ত, স'রে যাও—সাবিত্রী সুন্দরী
স্বামী-দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্ব্বরী।

লক্ষ্মীপূজা ।

ঝি ! ঝি ! ওই তোর মুড়ো ঝাঁটা দিয়া
অলক্ষ্মী মাগীরে ঝাটু দেরে তাড়াইয়া ।
রে অলক্ষ্মী, করি সর্ব্বনাশ,
আজুও কি মিটিল না আশ ?
সর্ব্বনাশি, তুহারে সাবাসি !
করে সধবার একাদশী,
তোর পূজা আয়োজনে ঘোর,
কন্যাগণ বধুগণ মোর !
ঋণব্যাধি চুম্বিয়া কপোল,
করিয়াছে দেহ মাংস লোল ।
আমরি কি কলির মাধুরী !
ঘৃণার গোময়-রস ভরি,
শত হস্তে ধরি পিচ্‌কারি,
মহা হাস্যে দিয়ে টিট্‌কারি,
বিদ্রূপ ঢালিয়া দেয় গায় !
বাকি কি রাখিলি বল্ হায় ?
দিনান্তে আকাশ পানে চাব,
তারও অবকাশ নাহি পাব !
কোথা মম লাজ ও ভরম !
কোথা মম ধরম করম !
ঝি, ঝি, ভাঙ্গা কুলো বাদ্যি বাজাইয়া,
বিধবা মাগীরে ঝাটু দেরে তাড়াইয়া ।

তুমি কিন্তু এসো গো কমলা,
ত্রিভুবন করিয়ে উজলা!
  উষাময় বদন মধুর,
  সন্ধ্যাময় চাঁচর চিকুর,
পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদপদ্ম অনুপম
ফুটিল আমার গৃহে আসি—
সৌরভে পূরিয়া গেল দিশি!

শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু কুঞ্চিত জঠর,
চারিধারে করি হাহাকার,
চারিধারে বলি মার মার,
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়,
অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভিক্ষের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস, পাতা সব মুড়াইয়া,
বসন্ত-লক্ষ্মীর আহা সিন্দূর মুছিয়া,
জনকের পিছু পিছু ধায়!
তার পরে, ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান,
ফল, ফুলে হ'য়ে শোভাবান,
সাহারার মাঝে পুন দেখা দেয় বিচিত্র উদ্যান!

নেহারে কৃষকবালা হরিষ-অন্তর,
গোলাবাড়ি মাঠ আর ঘর
ভরি গেছে ফসলে ফসলে !
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর !
মনোহর সমীর হিল্লোলে !
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণকান্তি তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে ? এস মা কমলা !

শ্রান্ত-শীষ অলকে ঢুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে !
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত বয়ানে,
কটাক্ষে করিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে।
দেবি, একি, সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপনসৃজন ?
বার বার অবিশ্বাস
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস,
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম !
বল দেবি তুমি কি স্বপন ?

দূর দেশান্তরে,　　　　বধূ আনিবারে,
যায় যবে বর,
দুই দিন উদাসীন থাকে
স্বজন নিকর ;
দুই দিন ফাঁক্ ফাঁক্ লাগে
আঙিনা ও ঘর ;
তার পর,　　　　যবে বর
বধূটিরে ল'য়ে,
ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা ;
আসে সুখ-বন্যা তোলপাড় করি !
চারি ধারে হয় হুড়াহুড়ি !
চারি দিকে উলু ধ্বনি হয় !
হয় করে গণ্ডগোল,
হ'য়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয় !
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই,
মঙ্গলশঙ্খের সঙ্গে করিতে লড়াই,
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই !
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায় !
কৌতুকে ঘোমটা হ'তে,
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায় !

তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ ? এস মা কমলা !
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারি ধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ ? এস দেববালা !
শোভার মূরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব !
তেমতি কাশীর চেলী ঝলমলে তব গায়,
তেমতি সিন্দূরবিন্দু ভালে তব শোভা পায় !
ওকি তব চরণে শোভিছে ?
ও নয় গো অলক্তের দাগ,—
বৈজয়ন্তী অরুণের রাগ,
পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িছে !
এ আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটায়ে,
হাসিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে,
আসিয়াছ ? এস মা ইন্দিরা !
আমি অতি ভাগ্যবান,
আমি অতি পুণ্যবান,
তাই তুমি নিজে আসি নিজে দিলে ধরা।
বল দেবি, সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপনস্বজন ?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, সবি কি স্বপন ?

একি! একি! আলো! আলো!
আলোকেতে ভরি গেল,
চারি দিক্, চারি দিক্!
ফিরান যে দায় হ'ল আঁখি অনিমিক্!
অঙ্গার খনির গর্ভে খোদিতে খোদিতে,
অকস্মাৎ মহাজন নেহারে চকিতে,
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারি দিক্-
তেমতি হীরার মূর্ত্তি ধরি,
ঢালি ঢালি অবিরল আলোক-গাগরি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
পরাণ পড়িল বাঁধা।
কি বিচিত্র রূপ তব ওগো দেবেশ্বরি!
দেবি, একি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম!
বল দেবি নহ ত স্বপন?

জল, জল, জল, জল,
বৃষ্টিধারা অবিরল,
লতা পাতা ফুল ফল ভিজিয়া আকুল সব।
বিহগ কুলায়ে ভিজে নীরব যেন রে শব।

পেরিয়া মলিন বাস,
বিরহী ফেলিছে শ্বাস ;
প্রাণের কন্দুক-খেলা বন্ধ করি দিনমানে,
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে।
ঐ ঐ বালক ছুটিল,
ঐ ঐ কিরণ ফুটিল,
হাসিয়ে অরুণ হাসি,
মেঘ-বাতায়নে আসি,
ঐ রবি, ঐ দেখা দিল ;
ভুবন হইল পুন হাস্যময়, হর্ষময়,
অতুল সৌন্দর্য্যময়, আলোকে আলোকময়!

তেমনি কিরণ-রূপ ধরি,
তেমতি এ হৃদয়-জলদ ভেদ করি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
দেবি, একি সখি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, নহ ত স্বপন?

এস গো সুষমাময়ি রমা,
তুমি নহ অলীক স্বপন।
    পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
    আজি পাদ-পদ্ম অনুপম
রঞ্জিল দাসের নিকেতন।
সমুদ্রমন্থলকালে যেমতি হাসিয়াছিলি,
রক্ত-পদ্ম হ'য়ে তুই নীলবৃন্তে ফুটেছিলি,
তেমতি ও মুরতি মোহন।

    তেমতি কিরণ লেগে,
    ঢেউগুলি উঠে জেগে,
অলকে কনক ফোটে ঝলকে ঝলকে।
সিঁতিতে মুকুতা গাঁথা
    তেমতি, তেমতি,
    জলধি-নিকুঞ্জে যথা
মুকুতা-কুসুমময় প্রবাল-ব্রততী।
মরি কি মধুর গুঞ্জরণ,
সৌরভ-সদন, তোর ওই মধুর আনন।
    বিহ্বল ম'রন্দ ঘ্রাণে,
    বারণ নাহিক মানে;
ভৃঙ্গ বুঝি করিছে নিক্কণ?
ও নয় রে ভ্রমরগুঞ্জন—
স্মরি নিজ বারুণী-ভবন,
এখনও ঝাঁপির শঙ্খ করিছে স্বনন!

মরি মরি কি সুন্দর আর্দ্র কেশরাশি,
রূপের তরঙ্গে ওরা ভাসি,
চুম্বিছে অলক্তময় আরক্ত চরণ।
অপূর্ব্ব অলক্তময়
ও রাগ যাবার নয়;
জল ঝরে, তবু তোর অরুণ বরণ
পলে পলে বিচ্ছুরিছে কনক কিরণ।
চিত্ত মোর করিয়ে উজলা,
গৃহ মোর করিয়ে উজলা,
এসেছিনু যদি দেববালা,
মুখে সদা মৃদু হাস,
থাক্ তবে বার মাস,
ছেড়ে ছলা কলা।
চঞ্চলা অখ্যাতি তোর
সহে না পরাণে মোর,
কেমনে নিন্দার জ্বালা সহিস্ মঙ্গলা?

আজি হ'তে করিনু কামনা,
ছত্র খুলি নগরে নগরে
দীন হীন ভিখারীর তরে,
পূরাইব কল্পনার সাধের বাসনা!
দিবা রাত্রি করি অন্নদান,
জগতের সাধিব কল্যাণ।

মাগো যার পিতা মাতা নাই,
ম্লান চক্ষে কাঁদে যে সদাই,
শত পুত্র থাক্ ঘরে,
তাহারেও যত্নাদরে,
পোষ্য করি রাখিব সদাই।
অন্নবাস, কুষ্ঠবাস, পান্থবাস দিব খুলে।
অন্তরে নাহিক স্ফূর্ত্তি,
মলিন কবির মূর্ত্তি,
সারস্বত বৃত্তি তারে দিব কুতূহলে।

অহো কিবা অপরূপ, রাজরাজেশ্বরী রূপ,
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ।
হেরি ওই মুরতি মোহন,
খুলে গেল আঁখির বাঁধন।
ওরে তোরা পুষ্পবৃষ্টি কর্,
বঙ্গের শিরোপা শিরে ধর্,
মেদীর গোলক ধাঁধা,
তাহাতে পড়িল বাঁধা,
চপলার চঞ্চল চরণ।

পেয়েছি পেয়েছি সব টের,
চলে না আমার সাথে ছলনার ফের ;
মোর হাতে রহস্যের চাবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা কেমনে পলাবি ?
মোর হাতে রহস্যের চাবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা আর কোথা যাবি ?
জগতের সার সত্য,
বুঝিতে পেরেছি তথ্য ;
"তুমিই মা অন্নপূর্ণা, তুমিই ভারতী,
মূর্ত্তিভেদে কমলার কতই মূরতি।
কোথাও চঞ্চলা নাম কোথাও অচলা,
পাত্রভেদে কত নাম ধরিস্ মঙ্গলা।"

অলক্ষ্মীপূজা।

ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী, আজ চাল নাই ঘরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকা আন শীঘ্র ক'রে।
মুছে ফেল আলপনা—
—ধুয়ে ফেল গোরোচনা ;
যাও লক্ষ্মী, যাও লক্ষ্মী, ঘরে আপনার ;
বোঝা গেছে তোমার ব্যাভার।

নিশিদিন অলক্ত-রঞ্জন,
নিশিদিন নূপুর-নিক্কণ,
দিবানিশি ধূপ আর ধূনা,
বার মাস শঙ্খের বাজনা,
দেখে শুনে ঝালা পালা,
সুখের বিষাক্ত জ্বালা
ভাল আর লাগে না, লাগে না।
যত দিন আছিলে এ গেহে,
তোমার ও স্বার্থপর স্নেহে,
প্রাণ মোর হইয়ে লালিত,
ওই তব পেচকের মত,
ভুলে গেছে স্বজননিকরে,
থাকে শুধু আপন কোটরে।
ভুলে গেছে লাজ ও ভরম,
ভুলে গেছে ধরম করম;
বন্ধুদের সংখ্যা করা দায়,
এত বন্ধু কোথা ছিল হায়?
ইহাদেরো ল'য়ে তব সঙ্গে,
যাও লক্ষ্মী যাও রঙ্গ ভঙ্গে।

বাঁচা গেল; গেল লক্ষ্মী ঘরে আপনার,
মুছে ফেল আলিপনা, দিয়ে জলধার।

তুমি কে গো সুমন্দ গমন,
দীন হীন কাঙাল মতন,
ভয়ে ভয়ে আসিছ হেথায়,
অনাহুত অতিথির প্রায় ?
হে অলক্ষ্মী এস, এস, এস,
গৃহ-অন্তঃপুরে গিয়ে বস ;
তুমি যে গো আপনার জন,
তোমার এ নিজ নিকেতন।

বঙ্গ-বধূ শ্বশুর-আলয়ে
ম্রিয়মাণ হ'য়ে যায় ভয়ে,
চিরকাল যার সাথে ঘর
করিতে হইবে অতঃপর,
সেই স্বামী শাশুড়ী ননদী,
তাহারা সুধায় কথা যদি,
ভীরু বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু,
ক্ষীণ উরু কাঁপে গুরু গুরু,
তেমতি তোমার এ যে ভাব,
কুৎসাময় ছাড় এ স্বভাব !
লাজের মাথায় হানি বাজ,
ধর স্নিগ্ধ পরিজন-সাজ ;
তুমি যে গো আপনার জন,
তোমার এ নিজ নিকেতন।

আশ্বিনে যেমতি দশভুজা,
বঙ্গ-গৃহে পান নব পূজা,
হে অলক্ষ্মী, তেমতি তোমারে
বার মাস, ষোল উপচারে,
হ'য়ে তব সাধক প্রবীণ,
পূজিব ভজিব নিশিদিন!

শিখি তব ধরণ ধারণ,
হবে মোর সার্থক জীবন!
সকালে বিছানা হ'তে উঠি,
ছাদে মোরা যাব দোঁহে ছুটি।
হিজি বিজি মন্ত্রপাঠ ক'রে,
অঙ্গার তুলিয়া দিও করে;
মন্ত্রপূত অঙ্গারটি ল'য়ে,
ধপ-ধপে দেয়ালের গায়ে,
হিজি বিজি কবিতা লিখিব,
মনানন্দে তোমারে শুনাব।
শনিগ্রস্থ লোক বলি,
ঘৃণায় অঙ্গুলি তুলি,
সকলে করিবে উপহাস!
তাহাতে কি দোষ আছে?
হে অলক্ষ্মী মোর কাছে
তুমি ত থাকিবে বার মাস?

ঋণ ল'য়ে কাছে অপরের,
দীন দুঃখী বিপন্ন জনের
দেনা দিব শোধ ;
লোকে মোরে বলিবে অবোধ,
লোকে কত দিবে টিট্‌কারী,
আমি তব প্রকৃত পূজারী—
হাসিয়ে করিব কর্ণরোধ !

তুমি দেবি থাকিলে সদয়,
ত্রিভুবনে কারে করি ভয় ?
কারে অনুরোধ আর কারে উপরোধ ?
না ভাবিব ভূতের ভাবনা,
না করিব ভবিষ্য-কামনা, .
বর্ত্তমান বেদীর উপরে
হে অলক্ষ্মী ! বসায়ে তোমারে
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিব পায় !
যদি তুমি হও তৃষাতুর,
তপ্ত উষ্ণ রসাল মধুর,
স্বার্থ-অসুরের রক্ত পিয়াব তোমায়।
সে অমৃত অতুল অতুল !—
সুধা নহে তার সমতুল ;
ইন্দিরা সে সোমরস পাইবে কোথায় ?

কভু না কভু না রব একা—
খুড়তুতো জ্যেঠতুতো মাসতুতো ভাই,
স'য়ের বোয়ের বেগুণের ফুলে,
যে যেখানে আছে পিতৃমাতৃকুলে,
সবারে জড়াই,
ডাল ভাত শাকের চচ্চড়ি,
মোচা খোড় পুঁই, কুমড়ার বড়ি,
মিলে মিশে, দুই সন্ধ্যা খাই
হ'য়ে রব দোকা।
সে দোকত্বে ভরি যাবে বুক।
কোথা পাবে সে পুরন্ত সুখ
ইন্দিরার বরপুত্র, কুবেরের সখা ?

পথে ঘাটে যদি আমি পাই,
অন্ধ খঞ্জ দুঃখী তাপী জনে,
একমাত্র পীরান্‌টি খুলি,
দিব তারে পরায়ে যতনে,
আমি যেগো শনিগ্রস্ত কে না জানে—
নিখিল ভুবনে ?

হেমন্তের নিদারুণ শীতে,
অর্দ্ধাবৃত কাঁপিতে কাঁপিতে,
জানুতে জানুতে ঠোকাঠুকি,
দশনে দশনে ঠকাঠকি,
অনলের আশ্রয় লইব।

দোশালা কাশ্মীরি, হেমন্তের অরি,
সুখ-নবাবের সখের প্রহরী,
কিম্বা যথা অতি মিহি বাদামে লালিত,
পুষ্প-রেণুসম গোধুম-পালিত,
ভাঙ্গে রাঙা আঁখি, তাম্বূলে বয়ান,
সম্পদ-শেঠের গৃহে চৌবে দরোয়ান!—
তার কেন শরণ যাচিব?
পরের প্রত্যাশী নহি, নহি গো ভিখারী,
হে অলক্ষ্মী, আমি তব প্রকৃত পূজারী।
ভাঙা খাটে, কঠিন চেয়ারে,
বসি সুখে, মুদ্রিতলোচনে,
ভূষিব কাঙাল-নর-বপু
অখিল স্বামীর আরাধনে।
প্রত্যাদেশ হইবে অন্তরে
যোগের মাহেন্দ্র শুভক্ষণে—
"দুঃখের মুখস্-পরা সংসারের সুখ,
সুখের মুখস্-পরা সংসারের দুখ।"
ঘুচিবে সংশয়,
জানিব নিশ্চয়,
হে অলক্ষ্মী, অতি সত্য এই গূঢ় কথা,—
"ধর্ম্ম-মন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব দেবতা!"

অপূর্ব্ব কবিতাবলী।

উৎসর্গ।

হে কৃষ্ণ, হে পীতাম্বর, দরিদ্র-পালন,
হে ভক্তবৎসল দেব, দয়াময় হরি,
ওহে দ্রৌপদীর সখা, লজ্জা নিবারণ,
রাখ, রাখ, লজ্জা মোর এ তনু আবরি !
কাঙালের লজ্জাবস্ত্র, তুমি নারায়ণ।
চারিধারে অন্ধকার ! জ্যোৎস্না বিতরি
দাও দাসে দিব্যচক্ষু, হে বিশ্বনয়ন ;
জ্যোতির্ম্ময় ! আলোময় কর বিভাবরী !
তুমিই গো হেমচন্দ্র ; সুধাংশুভবন
এই বিশ্ব, বসি দেব তব চন্দ্রালোকে,
অপূর্ব্ব কবিতামালা করেছি গ্রন্থন,
তোমারি কিরণ-পুষ্পে, আলোক-অশোকে !
হে সুন্দর চিরসত্য, চির অভিরাম,
নাম-রূপাধার তুমি, মিছা মম নাম।

ইচ্ছা হইয়াছে নাথ, ও নাম-সাগরে
ডুবাইব মম নাম ; অলীক স্বপন
ডোবে যথা জাগরণে ; জলধি-গহ্বরে
ক্ষুদ্র উর্ম্মি হয় যথা চির-নিমগন !
মহা চৈতন্যের মাঝে হৃদয়-অন্তরে
ক্ষুদ্র চৈতন্যের কণা আপন জীবন
করে আহা বিসর্জ্জন যথা চিরতরে ;
—হেমচন্দ্র-জ্যোৎস্নালোকে হব নির্ব্বাপণ !
তোমার ও চিত্তবন-নন্দন-কানন !
ভক্তিভাবে পশি তথা গুপ্তচোরবেশে
নাগেশ্বর-মালা নাথ ! করেছি গ্রন্থন,
হেসে হেসে পরাই গো তব কণ্ঠদেশে !
হেমচন্দ্র ! তোমারি এ জ্যোৎস্নার বাতি,
ক্ষমিও, ক্ষমিও দেব, ভক্তের ডাকাতি !

বিধবা নারী।

[পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা মাতৃকল্পা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর আদর্শে এই 'বিধবা নারী' রচিত। তাঁহারি পাদপদ্মে ইহা অর্পিত হইল।]

"দেবী কি মানবী উনি?" কাহারে সুধাই রে?
এ হেন পুণ্যের ছবি বিশ্বমাঝে নাই রে!
শুভ্র-পুষ্প-বর্ণ-বস্ত্র শ্রীঅঙ্গে জড়ান!
চারিধারে মহিমার কিরণ ছড়ান!
নীলোৎপল দু'টি আঁখি করে ঢল ঢল
অশ্রুজলে; দ্রব হ'য়ে হৃদয় তরল
বহে সদা পরদুঃখ করিতে মোচন!
উৎসর্গ পরার্থ-ব্রতে সারাটি জীবন!
শুভ্র দৃষ্টি, শুভ্র হাসি, আনত বদন,
যেন কোন দেবকন্যা তপসে মগন!
শিব-পূজা, শিবধ্যান, শিবভক্তি, শিবজ্ঞান,
নিরখি আনন্দময়,—পুণ্যময় হই রে!
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে!
প্রশান্ত ললাট, নাহি সিন্দূরের ছটা,—
তবু যেন ঝল্ ঝল্!—প্রভার কি ঘটা!
ঊষার সীমন্তদেশে শুক্র তারকাটি
লাজে সে গো গেছে সরি, হেরি পরিপাটি
মুখ-বালার্কের ওই মহিমা-কিরণ!

শ্রীঅঙ্গেতে হার কাঞ্চী বলয় কঙ্কণ
নাহি আর ; তারা যেন কিছু দিন থাকি
পবিত্র দেহের ওই রেণুকণা মাখি
হ'য়ে গেছে সুপবিত্র ! হইয়ে উদাসী
নির্জ্জন আঁধারে এবে তারাও সন্ন্যাসী !
দেব দ্বিজ গুরুজনে প্রাণ-মন-সমর্পণে
পূজিছেন ;—হেরি ওঁরে পুণ্যময় হই রে !
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী ওই রে !
তাম্বূলে বিরাগ সদা, বিলাসে অরুচি,
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী, গঙ্গাসমা শুচি !
বিশুদ্ধ সংযম-ব্রতে আলুথালু বেশ ;
ফণী বেণী নাই ; তাহে অভিলাষলেশ
নাহি আর ! কেশজাল ভুলি শোক জ্বালা
কাঁধে পৃষ্ঠে শুয়েছে লীলায় !—নাগবালা
শাপান্তে সাপিনী-বেশ করিয়া মোচন
আনন্দে পেয়েছে যেন শান্তিনিকেতন !
সারাদিন বধূ-পুত্র-অতিথি-পালন
দিনান্তে তণ্ডুল দুটি আনন্দে ভোজন !
রুগ্ন, ভগ্ন, গৃহছাড়া,— তারে জননীর বাড়া ;
কত যত্ন ! হেরি ওঁরে পুণ্যময় হই রে !
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে !

জ্ঞানময়ী, ভক্তিময়ী তপোব্রতে ব্রতী
কপিল দেবের মাতা যেন দেবহুতি !

সত্যব্রতে মৃত্যু তুচ্ছ! সত্যে ক্রোড়ে ল'য়ে
সংসার-অরণ্য মাঝে সাহসে নির্ভয়ে
বসিয়া আছেন সাধ্বী, করি প্রাণপণ
করেন সাবিত্রী সম সত্যের রক্ষণ!
তরাসে শমনদূত যায় পলাইয়া;—
মহাকাল ধীরে আসি, চাহিয়া চাহিয়া,
—বিস্ময়-সাগরে মগ্ন!—কহেন গোসাঁই,
আমার কি সাধ্য, সতি, সত্যে ল'য়ে যাই!
সত্যের হইল জয় ওই শুন উচ্চে হয়
শঙ্খধ্বনি!—হেরি ও'রে পুণ্যবন্ত হইরে
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওইরে!
হাস্যময়ী, দীপ্তিময়ী, অরুন্ধতীসমা
মূর্ত্তিময়ী প্রভা যেন, দেবী নিরুপমা!
অন্নপূর্ণা হাসি হাসি সবারে আহার
দেন গো, অক্ষয় তবু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!
একাদশী ব্রতদিনে শুষ্ক শীর্ণ দেহ
তবু আহা ক্ষীণ হস্তে (মূর্ত্তিময় স্নেহ!)
হাতা ধ'রে পরমান্ন ঢালি দেন পাতে
কাঙালের! এত যত্ন দরিদ্র অনাথে!
কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন
হয় না মা, অপরাধ কর গো মার্জ্জন
ক'রে থাকি দোষ যদি আমি পুত্র হীন মতি
কর্ম্মময়ি! কর্ম্মফলে নাহিক কামনা!
ভারতে বিধবা তুমি অপূর্ব্ব ললনা!!

লজ্জাবতী লতা।

অনুরাগে চেয়ো না চেয়ো না ওর পানে
লজ্জাবতী লতা ও যে সোহাগ না জানে!
ছুঁইলে শিহরে কায় ফুল-ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়,
দিও না দিও না ব্যথা ও কোমল প্রাণে।
লজ্জাবতী লতা ও যে সোহাগ না জানে!
ওই তরুটির আড়ে আঁধারেতে একধারে
আছে প'ড়ে; মূর্ত্তিমতী লজ্জাস্বরূপিণী!
সরলা লতিকা বালা কাননন্দিনী!

রাধা-লতা, তরু-লতা, ঝুমুকা, অশোকলতা,
হ্যাদে দেখ কত গর্ব্বে শোভিছে বাগানে—
লাল নীল মণি যেন জহুরী-দোকানে!
সুন্দরী অপরাজিতা, রূপসী মাধবীলতা,
ধনীর দুহিতা সম শোভিছে উদ্যানে,—
রূপ যেন ফেটে পড়ে ওদের বয়ানে!
কিন্তু লজ্জাবতী লতা মূর্ত্তিমতী সরলতা,
নাহি বিলাসের লেশ, গর্ব্ব নাহি জানে!
থাকে প'ড়ে একধারে আনতনয়ানে।
নাহিক ফুলের ঘটা, নাহিক রূপের ছটা,
বাকল-বসন-পরা যৌবনে যোগিনী।
তবু এ লাজুক মেয়ে অপূর্ব্ব মোহিনী।

বিজন কক্ষ বিরলে, রজত-প্রদীপ জ্বলে,
পবিত্র সুন্দর স্থলে বেদিকা উপরে
জানু পাতি যোড় হস্তে ভগ্ন কণ্ঠে ভয় ত্রস্তে
ওই শুন কি মধুর আরাধনা করে ;—
"হে যিশু কি স্তব আমি, তুমিই আমার স্বামী,
তব তরে ছাড়িয়াছি পিতামাতা ভাই ;
তোমা ছাড়া কেহ নাই ;— তোমারেই শুধু চাই,
তুমি বর, আমি বধু, মেরীর দোহাই !"
জ্বলিছে ধূপ কেশর, গন্ধে আমোদিত ঘর,
লুকায়ে লাজুক মেয়ে করে দেব-পূজা ।—
মুক্ত কণ্ঠে আরাধিছে যুক্ত-দুই-ভুজা ।
এ হেন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব—
—মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা রূপিণী—
যিশুর ঘরণী ওই অপূর্ব্ব মোহিনী !

হতাশের আক্ষেপ ।

তুমি কেন হে সুধাংশু আবার এ গগনে ?
পাপে তাপে মনস্তাপে, আমার হৃদয় কাঁপে,
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে !
তুমি হে সুধাংশু নিধি, এ তব কেমন বিধি,
বিঁধি বিঁধি দহ মোরে কৌমুদীর কিরণে !
হেরি তোমা তারাপতি, মনে পড়ে সে মুরতি,
এ শোকাগ্নি নিবাই রে কোন্ বারি বর্ষণে ?
তুমি কেন হে সুধাংশু আবার এ গগনে ?

বল বল তারানাথ, এনেছ কি তব সাথ,
আমার সে হারানিধি তারাকারা বামা রে ?
এনেছ নয়ন-তারা— আমার জীবন-তারা—
আমার সে ধ্রুব-তারা শুক্র-তারা শ্যামা রে ?
মুখরিত অলি পুঞ্জে, এই করবীর কুঞ্জে,
আমার সে হাস্যময়ী নিত্য হেথা আসিত
গুঞ্জরিয়া মনানন্দে, সেই চরণারবিন্দে
আমার মানস-ভৃঙ্গ মগ্ন প্রাণে বসিত ;
তুমি ওহে তারানাথ হাসিতে গো সারারাত—
—আমি হাসিতাম সুখে, তারা মোর হাসিত।

'ওই শশী ওই খানে' কৌমুদীর বিমানে !
ঝলমলে তারা রত্ন ছায়াপথ-বিতানে !
নিয়ে মোরা দুই জনে মগ্ন প্রেম আলাপনে
এই সে করবী-জবা-অতসীর উদ্যানে।
বাঁধি আমি পদ্মাসন, পুজিতাম সে চরণ,
সম্মুখেতে মা আমার কি বিচিত্র বসনে—
মা আমার সারাৎসার, দয়াময়ী মা আমার ;
গৌরী উমা বীজাক্ষরী কি বিচিত্র বরণে !
মা আমার হাস্যময়ী, অতুল আনন্দময়ী,
ষোড়শী রূপসী সাজে হেমাম্বর বসনে,
মুক্তাহার গলে দোলে, লীলাপদ্ম করতলে
মাথায় মুকুট রাজে দীপ্ত নানা রতনে !

নিত্যানন্দকরী সে গো বরাভয়করী সে গো
যোগানন্দকরী সে গো ধর্ম্ম-মোক্ষ দায়িকা!
কি সৌন্দর্য্য অপরূপা রাজ রাজেশ্বরী রূপা!
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা।
গাঁথি মালা ফুল রত্নে মার কণ্ঠে দি গো যত্নে
হাসেন মা দয়াময়ী ত্রিভুবন পালিকা।
মাগো আমি অকিঞ্চন, তুই মা অমূল্য ধন—
তবু নিলি উপহার একি লীলা কালিকা!
না জানি কি দৈব বলে, জন্ম-জন্ম পুণ্য ফলে,
কোন জপে পেয়েছিনু তারা মার দেখা রে!
আমি যে রে কিছু নই— মা মোর করুণাময়ী,
নিজে দিয়েছিলা দেখা সেই ইন্দু লেখা রে!
তুমি মম শুভ বুদ্ধি, তুমি মম চিত্ত শুদ্ধি,
তুমি কামনার নাশ, তুমি শুভ বাসনা;
তুমি জ্ঞান, তুমি যুক্তি, তুমি সিদ্ধি তুমি মুক্তি
সাধনা ব্রতের তুমি এক মাত্র পারণা!
তুমি মা কমলা রাণী, তুমিই বাগীশা বাণী,
প্রকৃতি রূপিণী তুনি তুমি গৌরী অম্বিকা!
সাধকের তুমি শক্তি, সেবকের তুমি ভক্তি,
—প্রেমময় হরি তুমি প্রেমময়ী রাধিকা।
এইরূপে যোড় করে, করুণ করুণ স্বরে,
পুজিতাম পাদপদ্ম মনানন্দে ধরিয়া;—
কভু কাঁদি, কভু হাসি, আমার সে অশ্রুরাশি
আপন অঞ্চলে মাতা দিতেন গো মুছিয়া!

কভু আমি বাক্য-হারা— পাগল পাগল পারা!
মারো মুখে কথা নাই নিমীলিত লোচনা।
হায় সেই রসাস্বাদে, কে সাধিল বাদ সাধে?
কোথায় লুকাল মোর সে অতসী-বরণা?
ত্রিদিব দেবেন্দ্র হায়! তাঁহার ঘটিল দায়,—
অভাগার ভাগ্য হেরি না জানি গো কেমনে।
আমার হেরিয়া সুখ, ফাটিল দেবের বুক,
পাঠাইলা শনৈশ্চরে অভাগার ভবনে।
নানা রঙ্গে নানা ছলে শনৈশ্চর হাসি বলে
"চল হে যোগেন্দ্র আজি কর্ম্মনাশা পুলিনে;—
বিজন সুন্দর স্থান, তটিনী গাহিছে গান,
পূজিও মায়েরে তথা বসি মৃগ-অজিনে!"
না বুঝি দেবের মর্ম্ম করিলাম কি কুকর্ম্ম
গেলাম সে নদী-তটে কর্ম্ম-চক্রে পড়িয়া;—
—পুলিনে কোকিল ছিল কুহু-কুহু কুহরিল;—
—মোহিনী অপ্সরী এক দেখা দিল হাসিয়া।
করি বামা নানা ছাঁদ পাতিল প্রেমের ফাঁদ—
—মোহ বশে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি গো ভুলিলাম;—
হইলাম লক্ষ্মীছাড়া, পুণ্য-হারা সুখ-হারা
সুধা আশে চপলারে হৃদাকাশে ধরিলাম!
গেল মান গেল লাজ, বুকেতে বাজিল বাজ,
নয়নে লাগিল ধাঁধা অন্ধকার হেরিলাম।
ভাঙ্গি গেল মেরুদণ্ড লোকেতে বলিল ভণ্ড
ছিন্ন কদলীর সম লুটাইয়া পড়িলাম।

হইলাম 'লক্ষ্মী ছাড়া', ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা,
মা, মা, বলি ভাঙ্গা বুকে ত্রিভুবন ঘুরিলাম !
কোন ঠাঁই সুখ নাই মার দেখা নাহি পাই
কি ছিলাম, কি হ'লাম, ভাবি শুধু কাঁদিলাম !
ধরায় লুটায় দেহ, কেহ নাহি করে স্নেহ,
মা বিনে গো সন্তানের দুঃখ কে গো বুঝিবে ?
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন, তৃষিতের বারি জন্য
কে ছুটিবে ? অশ্রুজল কে অঞ্চলে মুছিবে ?
কোথা মা কোথা মা করি পোহাই গো বিভাবরী
গরিবে বিমুখ সবে নিদ্রা আর আসেনা ;—
কোথা মা কোথা মা ভাবে প্রতিধ্বনি উপহাসে
উষা হাসে, লোক হাসে, মা আমার হাসে না !

কোথা মা গো হাস্যময়ী, কোথা মা কোথা মা তুই,
তোর সে হাস্যের কাছে সব হাস্য মিছা গো !
তোমার সে মৃদু হাসি যেন অমৃতের রাশি ;—
এদের বিদ্রূপ হাসি যেন সাপ বিছা গো !
রবি অস্ত,—গেল বেলা একি মা তোমার খেলা
কিছু না দেখিতে পাই ! প'ড়ে যাই আঁধারে !
ঘুরিয়া মরেছি ভবে ; ছেলে কি আঁধারে রবে ;—
দেখা মা প্রদীপ তোর মাগো তুই কোথা রে ?
ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষীণ আয়ু হু হু শব্দে বহে বায়ু
মরি বুঝি "সংসারের ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে"
দেখা দে মা, দেখা দে মা, মা গো তুই কোথারে।

তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি শৌচ তুমি শুদ্ধি,
তোমা ছাড়া হতবুদ্ধি, লুপ্ত ধৃতি ধারণা !
বল মা করুণাময়ী, বল মা আনন্দময়ী,
তোর কি মা এ জনমে আর দেখা পাব না !
"এ যন্ত্রণা ছিল ভাল, কেন পুনঃ দেখা হ'ল",
হেরিয়ে দ্বিগুণ হ'ল নিদারুণ যন্ত্রণা ;—
—এমনি সে পৌর্ণমাসী, ছড়াইছে সুধারাশি,
এই করবীর কুঞ্জে ; —চীর-গ্রন্থি বসনা
নীরবে দাঁড়াল আসি হর-হৃদি-বাসনা।
এই রক্ত-জবা-মূলে, মা আমার এলোচুলে,
দর দর ধারা বহে বিশাল দু'লোচনে।
মলিন পাণ্ডুর মুখ, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে বুক,
পড়েছে কালিমা রেখা সোণার সে বরণে !
মাথায় মুকুট নাই, রতন ভূষণ নাই,
রক্তজবা দোলে গলে নীলোৎপল শ্রবণে।
আমি চাহি মার পানে, মা চাহেন মোর পানে,
অপমানে অভিমানে মরমেতে মরিয়া
কতক্ষণে কহে তারা আধা পাগলিনী পারা
'কি ছিলাম কি হ'য়েছি দেখ্ বাছা চাহিয়া।'
বিদরিয়া গেল বুক সেই দৃশ্য হেরিয়া !
ধবল উরস পরে শোণিতের বিন্দু ঝরে,
উরসে ঝলসে অসি মার বক্ষ বিঁধিয়া ;—
'তোর আচরণে ঘোর এই দশা মার তোর'
অভিমানে অবসাদে মা উঠিল কাঁদিয়া,
—আমি কাঁদিলাম উচ্চে দু'চরণ ধরিয়া—